www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর ৫০ বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ৫ কার্তিক – ১১ কার্তিক, ১৪২৩ ঃ ২২ অক্টোবর – ২৮ অক্টোবর, ২০১৬

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 1, 22 October - 28 October, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

Sree Sai Enterprise
Mineral & Packaging Drinking Water Wholesales
131 K.N.C. Road, Haritala Colony
Barasat : Kolkata 700124
Mob: 7278275377 / 8981119252
অনুষ্ঠান বাড়িতে ২০ লিটারের জার ও পেট বোতল সরবরাহ করা হয়।
বি: দ্র: এখানে Fruty এবং Appy পাওয়া যায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ফের জঙ্গি হামলা শ্রীনগরের জাঝুরায়। একজন

জওয়ানকে হত্যা ও ৮ জওয়ানকে জখম করে পালিয়েছে জঙ্গিরা। এদিকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে অসহ্য বিতর্ক ভারতের রাজনৈতিক মহলে। সকলেই চাইছে নিজেদের ঢাক পেটাতে আর মদত যোগাচ্ছে পাকিস্তানকে।

রবিবার : পাকিস্তানকে নিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলেও

দ্বিচারিতা চরমে। রাশিয়া, আমেরিকা, পাকিস্তান সম্পর্কে কড়া মনোভাব দেখালেও চিন, ব্রিটেন, মায়ানমারের সুর নরম। একদিকে একসাথে বসে সন্ত্রাস দমনের অঙ্গীকার। আবার অন্যদিকে পাকিস্তানি সন্ত্রাসের প্রতি দরদ, এই দ্বিচারিতা বুঝিয়ে দেয় পৃথিবী থেকে সন্ত্রাস নির্মূল হবার নয়।

সোমবার : একদিকে সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাস। অপরদিকে দেশের

ভিতরে মাওবাদী তকমাধারী সন্ত্রাস। ভারতকে দুর্বল করতে এক পরিকল্পনা চলছে। দিল্লি ও তার আশেপাশে বড়সড় মাওবাদী হামলা রুখল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।

মঙ্গলবার : কলকাতার আমরি হাসপাতালের স্মৃতি ফিরিয়ে আনল

ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে দগ্ধ ভুবনেশ্বরের ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স। ডায়ালিসিস বিভাগে আগুন লেগে মৃত্যু হয় বহু রোগীর।

বুধবার : মুর্শিদাবাদ থেকে ফেরার পথে সিঙ্গুরের কাছে ভয়ানক

দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাণে বাঁচলেও গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি কলকাতার এক বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বৃহস্পতিবার : আসানসোলে গিয়ে বিএনআর মোড়ে গাড়ি থেকে

নামতেই বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। পাল্টা মলয় ঘটকের বাড়িতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি সমর্থকরা।

শুক্রবার : সিঙ্গুরে কৃষকদের চাষযোগ্য জমি ফেরালেন মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে টাটাদের ন্যানো কোম্পানির জন্য অধিগৃহীত জমি ফিরল দীর্ঘ অপেক্ষিত কৃষকদের হাতে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বাঘ–ডুয়েলে জয়ী নিতাই

মেহেবুব গাজী

মঙ্গলবার বিকেল তখন সাড়ে চারটে। পাথরপ্রতিমার কলস জঙ্গলের ঠাকুরান নদীতে মাছ–কাঁকড়া শিকারের অপেক্ষায় ছিলেন জনা পাঁচেকের মৎস্যজীবী দল। নদীতে তখন জোয়ারে দুলছে তাদের ডিঙি নৌকা। মৎস্যজীবীদের দলের মধ্যে নিতাই বর জঙ্গল মুখো হয়ে নৌকাতে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন মাছ ও কাঁকড়া ধরার শিক ও জাল। বাকিরা বিকেলের টিফিনের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় হঠাৎ করে জঙ্গল থেকে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিতাইয়ের ঘাড়ে। থাবা দিয়ে ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকে নিতাইয়ের ওপর। তার ঘাড় ও মুখ লক্ষ্য করে থাবা বসাতে থাকে বাঘটি। বছর সাতাশের পেটানো চেহারার মিশকালো নিতাইও সর্বশক্তি দিয়ে দু'হাতে বাঘের থাবা আটকানোর চেষ্টা করছেন। বাঘের সমুদ্র গর্জনে তখন জঙ্গলজুড়ে কাঁপন ধরেছে। পাল্টা নিতাইও শেষ শক্তি দিয়ে মুখ দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছে। সঙ্গীর মৃত্যু শিয়রে দেখে সামান্য হতবাক না হয়ে পাল্টা আক্রমণের রাস্তায় হাঁটেন বাকি চার সঙ্গীও।

জল জঙ্গলের বাঁধা কাটিয়ে বেড়ে ওঠা সুন্দরবনের উত্তর শিবনগরের চার বাসিন্দা যাদব বর, শিশিকান্ত বারুই, গুরুপদ দাস ও ভানু পাত্র বিপদ আঁচ করতে পেরে বিন্দুমাত্র আর সময় নষ্ট করেননি। সঙ্গে সঙ্গে নৌকায় থাকা হেঁতালের লাঠি ও শিক নিয়ে মুখে হুংকার দিতে দিতে দৌড়ায় জঙ্গলের ভেতরে। ততক্ষণে নিতাইকে টেনে হেঁচড়ে বাঘ প্রায় গভীর জঙ্গলে নিজের সাম্রাজ্যে এনে ফেলেছে। কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গীরাও ছাড়ার পাত্র নয়। পিছু নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাল্টা মার শুরু করেন সকলেই। প্রায় মিনিট কুড়ি বাঘে–মানুষে লড়াই চলার পর শিকার ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় বাঘ। ততক্ষণে দ্বীপের বালি মাটিতে রক্তের মাখামাখি। অচৈতন্য হয়ে পড়েন নিতাই। তড়িঘড়ি নিতাইকে হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য নৌকাতে চাপানো হয়। ডিঙি নৌকা টেনে দীর্ঘ জলপথ পেরিয়ে নিতাইকে রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ পাথর প্রতিমা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতাল সূত্রের খবর, রাত পর্যন্ত নিতাইয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। বুধবার ভোরে নিতাইয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। বনদপ্তর সূত্রের খবর, গত তিনদিন আগে চার প্রতিবেশীর সঙ্গে জঙ্গলে মাছ ধরতে বেরিয়েছিলেন নিতাই। এদিন বিকেলে জঙ্গলের পাশে নৌকা ঠেকিয়ে নদীতে কাঁকড়ার টোপ ও মাছ ধরার জন্য নদীতে জাল দেওয়ার সময় নিতাইয়ের ওপর বাঘ আক্রমণ করে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে রাতে ক্ষীণ গলায় নিতাই জানিয়েছেন, 'মাছ–কাঁকড়া ধরতে গিয়ে সাক্ষাৎ যমের মুখে পড়েছিলাম। ঘাড়ে কামড় দিয়েছে। মুখের পাশেও বাঘের থাবার আঘাতে যন্ত্রণা করছে। এখন বেঁচে ফিরলে হয়।' বন দফতরের পাথরপ্রতিমা রেঞ্জার অফিসের এক আধিকারিক বলেন, 'সম্প্রতি পশ্চিম সুন্দরবন অভয়ারণ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে কলস জঙ্গল। এই জঙ্গলে মৎস্যজীবীদের প্রবেশ নিষেধ। তারপরও এই দলটি ওখানে কিভাবে পৌঁছল তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ওই মৎস্যজীবী দলটির কাছে বৈধ্য অনুমতি পত্র ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ডাক্তার কর্মচারির অভাবে

তৈরি হয়ে পড়ে আছে ২১টি হাসপাতাল

কুনাল মালিক : ২০০৮ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ তৃণমূলের দখলে আসে। জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য দফতর জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। তার মধ্যে অন্যতম ছিল ব্লকে ব্লকে ৬৮ লক্ষ থেকে প্রায় এক কোটি টাকা খরচে দশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল তৈরি। ইতিমধ্যেই বজবজ–১, ২, ফলতা, কুলপি, নামখানা, সাগর, ক্যানিং, ভাঙড়, মথুরাপুর, বারুইপুর, মগরাহাট ব্লকে সব মিলিয়ে ২১টি হাসপাতালের পরিকাঠামো তৈরি হয়ে দীর্ঘদিন পরে আছে। কিন্তু ডাক্তার ও কর্মচারির অভাবে ওই সব হাসপাতালে রোগী ভর্তি রেখে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, আমরা হাসপাতাল ভবনগুলি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের হাতে হস্তান্তর করে দিয়েছি। ন্যাশানাল রুরাল হেল্‌থ মিশন প্রকল্পের ওই হাসপাতাল ভবনগুলি তৈরি হয়। কিন্তু ডাক্তার ও কর্মচারির অভাবে হাসপাতাল গুলি চালু করা যায়নি। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরকে বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে। হাসপাতালগুলি চালু হলে গ্রামের মানুষদের ভর্তি রেখে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যাবে। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হারও বাড়বে। আমাদের জেলায় ৬৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। তার মধ্যে পাথরপ্রতিমার গদা মথুরাপুর এবং গোসাবার ছোট মোল্লাখালীতে শুধু ডেলিভারি হয়। বর্তমানে নির্মিত ভবনগুলিতে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকরা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের ব্যবহার করছেন।

এই প্রসঙ্গে জেলার সভাধিপতি সামিমা শেখ বলেন, আমরা বারবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরকে এব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আশা করছি খুব শীঘ্রই হাসপাতাল ভবনগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হবে।

আষাঢ়ে গল্পের অবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ মাসে সদ্য প্রকাশিত নেতাজি ফাইলের তথ্যে আবারও প্রমাণিত হল আলিপুর বার্তার দীর্ঘদিনের দাবি সঠিক ছিল। প্রায় সত্তর বছর ধরে নেতাজির তথাকথিত 'স্ত্রী ও কন্যা'র যে গল্প রাষ্ট্রীয় মদতে বসু বাড়ির একাংশ দিনের পর দিন পরিবেশন করেছে এবং এর মাধ্যমে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনা চিতাভস্মের

4

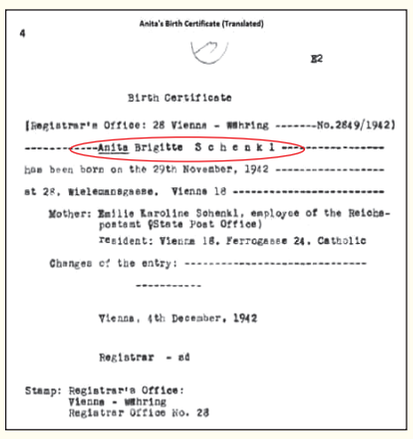

Anita's Birth Certificate (Translated)

E2

Birth Certificate

[Registrar's Office: 28 Vienna - Währing -------No.2849/1942]

-----------Anita Brigitte S c h e n k l ----------------

has been born on the 29th November, 1942 ----------------

at 28, Wielemansgasse, Vienna 18 ----------------------

Mother: Emilie Karoline Schenkl, employee of the Reichs-postamt (State Post Office)
resident: Vienna 18, Ferrogasse 24, Catholic

Changes of the entry: ---------------------------

Vienna, 4th December, 1942

Registrar - sd

Stamp: Registrar's Office:
Vienna - Währing
Registrar Office No. 28

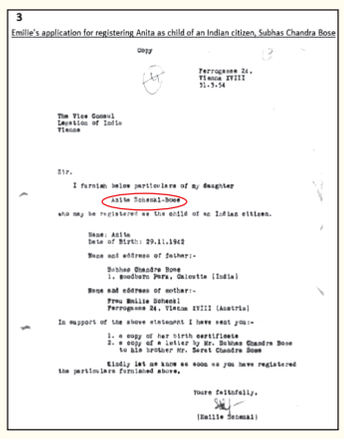

3

Emilie's application for registering Anita as child of an Indian citizen, Subhas Chandra Bose

Copy

Ferrogasse 24,
Vienna XVIII
31.3.54

The Vice Consul
Legation of India
Vienna

Sir,

I furnish below particulars of my daughter

Anita Schenkl-Bose

who may be registered as the child of an Indian citizen.

Name: Anita
Date of Birth: 29.11.1942

Name and address of father:-
Subhas Chandra Bose
1, Woodburn Park, Calcutta (India)

Name and address of mother:-
Frau Emilie Schenkl
Ferrogasse 24, Vienna XVIII (Austria)

In support of the above statement I have sent you:-
1. a copy of her birth certificate
2. a copy of a letter by Mr. Subhas Chandra Bose to his brother Mr. Sarat Chandra Bose

Kindly let me know as soon as you have registered the particulars furnished above.

Yours faithfully,
(Emilie Schenkl)

তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছে তাতে পুরোপুরি জল ঢেলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের একদা অতি গোপনীয় নথি। 'অ্যানিটা ব্রিজেট শেঙ্কেল'–এর জন্মের শংসাপত্রে (ইংরাজি অনুবাদ) দেখা যাচ্ছে ২৯/১১/১৯৪২ সালে অ্যানিটার জন্ম ভিয়েনায়। বাবার নাম নেই। মা–এর নামের জায়গায় এমিলি ক্যারোলিন শেঙ্কেল এর নাম। শিশুর পদবীতে 'ব্রিজিট শেঙ্কেল' কিভাবে এলো তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। ৪ ডিসেম্বর ১৯৪২এ ইস্যু করা ওই বার্থ সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে জনৈকা এমিলি শেঙ্কেল আবেদন করছেন যে তাঁর শিশু কন্যার 'বাবা'র নাম সুভাষচন্দ্র বোস হিসাবে রেজিস্ট্রার করা হোক এবং ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হোক। এমিলির এই বেআইনি আজব দাবি পত্রের নিচে যে স্বাক্ষর করা হয়েছে তা এমিলি শেঙ্কেলের পরিচিত সইয়ের সঙ্গে মিলছে না। উল্লেখ্য ভারত সরকারের এই 'এমিলি শেংকেল' নামাঙ্কিত ফাইলটিতে উল্লেখ রয়েছে ভারত সরকার ৩২ হাজার টাকার ওভার পেমেন্ট করেছে জনৈকা এমিলি শেংকেলকে। যে বার্থ সার্টিফিকেটে অ্যানিটার বাবা সুভাষ বোস না হওয়া সত্ত্বেও কেন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে পিতৃত্বের দায় এবং আইনি মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তার নেপথ্যে মিলেছে নেতাজির চরিত্রের গভীর চক্রান্তের পাশাপাশি 'ব্রিটিশের যুদ্ধ বিরোধী'কে স্বনামে স্বপরিচয়ে ভারত প্রত্যাবর্তন রুখতে নেহেরু পন্থীদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ইতিহাস। আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক ও ফান্ডের অর্থ তৎকালীন নেহেরু আমলে নয়–ছয় করার অনেক নথি প্রকাশিত হয়েছে। এমন কী নেহেরু স্ত্রী কন্যার গল্প প্রতিষ্ঠা করতে গোপনে নানা তথ্য চালাচালি করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ১৯৭৯ সালে স্বরাষ্ট্র দফতর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে ছিল।

রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান দিবস

নেতাজি প্রতিষ্ঠিত আজাদহিন্দ সরকারের জন্মতিথি ছিল গত ২১ অক্টোবর। এই উপলক্ষ্যে কলকাতার নানা স্থানে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবনে ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কে এন গোবিন্দচার্য, পরশ দত্ত, ১১৬ বছর বয়সী নেতাজি সঙ্গী নিজামুদ্দিন, ড. এম পাল, রাজ্যশ্রী চৌধুরী এবং ড. জয়ন্ত চৌধুরী। এছাড়াও কলকাতার হাজরা পার্ক থেকে এলগিন রোডের নেতাজি ভবন পর্যন্ত রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য মিছিলে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি পরিবারের অভিজিৎ রায়। এছাড়াও অনুষ্ঠান হয় কলকাতার আইএনএ শহিদ স্তম্ভস্থলেও।

কালীপুজো নির্বিঘ্নে সারতে পুলিশি তৎপরতা তুঙ্গে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

দুর্গোৎসব একপ্রকার নির্বিঘ্নে কাটলেও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের পাখির চোখ এখন দীপাবলী উৎসব। কারণ আশির দশকের প্রায় মাঝামাঝি থেকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে দীপাবলী উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সদর বারাসত। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে বারাসতের সঙ্গে প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছে মধ্যমগ্রাম। বারাসত, মধ্যমগ্রাম সহ রাজারহাট, নৈহাটি, বারাকপুর, হাবড়া মিলিয়ে সমগ্র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় কয়েক হাজার কালীপুজো হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুজোয় প্রকৃতি আংশিক বিরুদ্ধাচারণ করলেও এবারে দীপাবলী উৎসবে প্রকৃতি সহায় থাকতে পারে বলে আবহবিদরা আশা করছেন। আগামী ২৯ অক্টোবর কালীপুজো হলেও বারাসত, মধ্যমগ্রামের বেশ কয়েকটি ক্লাবে মন্ডপের উদ্বোধন হতে পারে দু'একদিন আগেই। রাজ্যের মন্ত্রী সহ বিভিন্ন সেলিব্রেটিরা থাকছেন এবারের উদ্বোধনে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে। জঙ্গি অনুপ্রবেশ ও জঙ্গি হামলার আশঙ্কার মধ্যে দিয়ে নির্বিঘ্নে দুর্গোৎসবের সমাপ্তি হলেও আসন্ন দীপাবলী উৎসব নিয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ প্রশাসন রীতিমতো উদ্বিগ্ন। কারণ দীপাবলী উৎসবে উত্তর চব্বিশ পরগনা যেহেতু দর্শনার্থীদের আকর্ষণের শীর্ষে তাই এই জেলা জঙ্গিদের কাছে একপ্রকার ওপেন করিডোর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে। পার্শ্ববর্তী ইসলামিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ লাগোয়া এই জেলার প্রায় এক হাজার কিমি এলাকায় কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী একদিকে যেমন বিএসএফের নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে, তেমনই তৎপর জেলা পুলিশও। বারাসতে বিগ বাজেটের পুজো প্রায় ১২টা ও মধ্যমগ্রামে প্রায় ৮টি বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যে পুলিশের পক্ষ থেকে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা ও পুজোর নির্দেশিকা বিষয়ে মিটিং করা হয়েছে। একই সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য জেলা পুলিশের পক্ষ থেকেও ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দীপাবলী উৎসবের জন্য ক'দিন সরকারিভাবে ধার্য করা হয়েছে, তার কোনও নিশ্চয়তা জেলা পুলিশ জানাতে পারেনি। তবে দর্শনার্থীদের নির্বিঘ্ন করার জন্য পুলিশ ইতিমধ্যেই বহু কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের গ্রেফতার করেছে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, উৎসবকে নির্বিঘ্ন করার জন্যে প্রচুর পুলিশি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। থাকছে প্রচুর সিভিক ভলান্টিয়ার ফোর্স এবং বহু স্বেচ্ছাসেবক। এর বাইরে বেশ কিছু এনসিসি ছেলেদেরও নেওয়া হচ্ছে। চুরি, ছিনতাই, পকেটমারি রুখতে থাকছে প্রচুর সাদা পোশাকের পুলিশ। ইভটিজিং রুখতে বেশ কিছু সাদা পোশাকের মহিলা পুলিশকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।' গোটা জেলায় কয়েকশো মহিলা পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে এসপি জানান।

উত্তর ২৪ পরগনা

ভাস্করবাবুর মতে, বারাসতে এখন স্পর্শকাতর জায়গা বলে আলাদা কিছু নেই। তবু বিশেষ কয়েকটি জায়গায় পুলিশ বুথের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন সমাজবিরোধীমূলক কর্মকান্ড রোধে ব্যবস্থা থাকছে ব্যাপক ভ্রাম্যমাণ পুলিশি টহলদারির। পুজোর ক'দিন সমস্ত পুলিশ কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। জঙ্গি অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা নিয়ে কি ভাবছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে পুলিশ সুপার বলেন, 'এটা মূলত দেখার দায়িত্ব সীমান্তরক্ষী বাহিনীর। এ সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকা অনুযায়ী সীমান্ত সংলগ্ন থানাগুলিকে ব্যাপক সতর্ক থাকার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।' সন্দেহজনক কোনও ব্যক্তিকে দেখলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

জঙ্গি ঠেকাতে জিআরপিও তৎপর

অরিন্দম রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : আসন্ন দীপাবলী উৎসবকে নির্বিঘ্ন করতে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পুলিশের পাশাপাশি ব্যাপক তৎপর রেল পুলিশ প্রশাসনও। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে প্রতিমা দর্শন করতে দর্শনার্থীদের যে ব্যাপক ঢল নামে তার সিংহভাগের যাতায়াতের মাধ্যমই হল রেলপথ। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সদর শহর হল বারাসত। আর এই শহরের বারাসত জংশন রেল স্টেশন হল হাসনাবাদ–শিয়ালদহ ও বনগাঁ–শিয়ালদহ রেলপথের সংযোগস্থল। একারণে বারাসত জংশন স্টেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে যাত্রী সুরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বারাসত জিআরপিকে কড়া নজরদারি চালাতে হচ্ছে। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সীমান্তবর্তী এই জংশন স্টেশন হয়েই কলকাতা যাতায়াত করতে হয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে ট্রেনপথ দিয়ে নজরদারির ফাঁক গলে যাতে কোনও জঙ্গি অনুপ্রবেশ না ঘটে এজন্য বারাসত জিআরপি'র পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে, বলে জানা গিয়েছে। বারাসত জিআরপি'র অধীনে দুর্গানগর থেকে বারাসত কারশেড হয়ে একেবারে হাসনাবাদ পর্যন্ত মোট ২৬টি রেল স্টেশন। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলি হল বিরাটি, বারাসত, বসিরহাট ও হাসনাবাদ। এই স্টেশনগুলিতে ধারাবাহিক চেকিং চলছে। দেখা হচ্ছে উৎসবের ডামাডোলে কোনও অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়ল কি না। এছাড়া কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি বা বস্তুকে দেখলে সংশ্লিষ্ট স্টেশনে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের জানানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। চুরি, ছিনতাই, মেয়েদের শ্লীলতাহানি রোখা সহ মহিলাদের সুরক্ষার জন্য ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পুজোয় প্রতিটি স্টেশনে পুলিশি ব্যবস্থার পাশাপাশি নাইট ও ভোরের গাড়িগুলোতে থাকছে ট্রেনগার্ড। সাদা পোশাকের পুলিশ সহ মহিলাদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ মহিলা পুলিশ সহ বিশেষ স্টেশনগুলিতে থাকছে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। স্টেশনে ও ট্রেনে পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে থাকছে প্রচুর সিভিক ভলান্টিয়ার্স। একইসঙ্গে সবকটি স্টেশনে পর্যাপ্ত জল ও আলোর ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ সুবিধারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানালেন, বারাসত জিআরপি ওসি দীপক পাইক। এ প্রসঙ্গে শিয়ালদহ এসআরপি দেবাশিস বেজ বলেন, 'আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও যাত্রী নিরাপত্তা সহ অনুপ্রবেশ বন্ধের ক্ষেত্রে শিয়ালদহ ডিভিশনে সবরকম ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে।'

ভারতীয় শেয়ার বাজারের হালচাল

দুদিনের দুঃখ বয়ে আনবে দীপাবলীর আনন্দ

অভিজিৎ চক্রবর্তী

হালফিলে ভারত তথা গোটা দুনিয়ার শেয়ার বাজারের ওপরের ছেয়ে বসেছে মার্কিন ভীতি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার বাড়ানো হওয়ার অস্থিরতায় খানিকটা বেহাল ভারতের শেয়ার বাজারও। যদিও অনেকদিন আগেই উল্লেখ করা হয়েছি ভারতের বাজার একটা বড় কারেকশনের মুখে দাঁড়িয়ে। সেটাই হয়তো এখন ফলছে মার্কিন জুজু দেখিয়ে। আসলে বাজারে সংশোধনী স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে এ যেন আমেরিকার ফেড সিদ্ধান্তের আগাম প্রভাব।

এমনই নানা অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে। তা বলে সব কিছুই এইরকম আন্দাজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়।

এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে

অর্থনীতি

ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়।

তবে ওই টেনিদা বা কেল্টুদা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ। যারা টেকনিক্যালস আওড়ান তাদের মতে টেকনিক্যাল চার্টে নাকি ধরা পড়ে কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধির তামাম খবরনামা, যাকে আমরা পোষাকী ভাষায় ফান্ডামেন্টাল বলে জানি। অথচ ফান্ডামেন্টালের প্রবক্তারা বলেন অনেক সময় টেকনিক্যাল চার্টে কিছু খবর ধরা যায় না। যার ভিত্তিতে বড়সড় পরিবর্তন সংগঠিত হয় শেয়ার বাজার বা কোনও সুনির্দিষ্ট শেয়ারে। এর উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যায় সত্যম কম্পিউটর কিংবা হালফিলের অ্যামটেক অটোর বিয়োগানন্ত পরিস্থিতির কথা। তা টেকনিক্যাল চার্টে আগে ধরা পড়েছিল কি? সম্ভবত এর উত্তর না। তা বলে সব বিষয়ে ফান্ডামেন্টাল কেতাই ঠিক নয়। বরং টেকনিক্যালসের মূল্য কোনও অংশে কম নয়। উচিত হচ্ছে এই দুই পথের সমন্বয়ের মাধ্যমে স্টক মার্কেটকে বিচার করা। তা হলে গিয়ে হয়তো একটা সঠিক রূপরেখা লাভ করা সম্ভব। ওই অ্যালিওপ্যাথ আর হোমিওপ্যাথ উভয়ের কোঅর্ডিনেশনে চিকিৎসা করার মতো। এতেই পরিপূর্ণ আরোগ্য লাভ সম্ভব। আর শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে প্রকৃত দিশা লাভ ঘটে এই সমন্বয়ের মেলবন্ধনে। তাই টেকনিক্যালস এবং ফান্ডামেন্টালস–এর পক্ষে ঢ্যাঁড়া পেটাচ্ছেন যারা তাদের কাছে বিনীত নিবেদন দেখুন না এই দুয়ের সমষ্ঠিতে একটা সূত্র বের করার। যাতে অযাচিত সাফল্য পাওয়া যেতে পারে শেয়ার বাজারের নিরিখে।

প্রাথমিকভাবে মোদি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর একের পর এক বাজেট এবং সুদের হার কমানো, এই দুয়ের যোগফলে ভারতীয় নিফটি ৯১০০, সেনসেক্স ৩০ হাজারের ঘরে পা রাখে। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশার পারদ আরও চড়তে শুরু করে। এখান থেকেই নিচের দিকে আসতে শুরু করে ভারতীয় সূচকদ্বয়। বিশেষ করে আমেরিকার সূচকত্রয় ন্যাসড্যাক, ডাও জোন্স এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর ক্রমশ পড়তে শুরু করার প্রভাবে ভারতের বাজার ভীত হয়ে পড়ে। এর আগে অবশ্য আমেরিকার বাজার ব্যাপক হারে বেড়েছে। আগের উত্থান পর্বকে ছাপিয়ে এবার মার্কিন বাজার অনেকটাই বেড়েও গিয়েছিল। তাই সেই অর্থে এভাবে বাজারের নিচে চলে আসা একধরনের কারেকশন পর্ব চলার মতো। ফলে বাজারের এই অবতরণ হয়তো সেদিক থেকে ভয় পাওয়ার মতো নয়। আপাতত মার্কিন দেশে সুদের হার যদি না বাড়ে তা হলে বিদেশিদের কেনার গতি অব্যাহত থাকবে ভারতের বাজারে। কারণ এই মুহূর্তে এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে বিনিয়োগ করে রিটার্ন পাওয়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।

বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যাঁরা ভারতীয় শেয়ার বাজার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁদের মতে ভারতীয় বাজার এখন বুল রান বা তেজিয়ান অবস্থানে রয়েছে। এই বাজার থেকে বিদেশিরাও সহজে খুব বেশি অর্থ তুলে নিতে চাইবে না। বরং সাময়িক কারেকশন শেষ হওয়ার পরে আবার পুরোদমে বাড়বে ভারতীয় বাজার। সেই কথাই এখন ষোলোআনা ফলতে শুরু করছে। বিদেশিদের হাত ধরে লক্ষ্মীর ঝাঁপি উদার হচ্ছে ভারতের প্রতি। যা সারা বিশ্বের নিরিখে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় শেয়ার বাজারে নিফটি এবং সেনসেক্স পৌঁছে যেতে পারে যথাক্রমে ১০ হাজার এবং ৩৩ হাজারের ঘরে। আগামী ২–৩ বছরের মধ্যে ভারতীয় শেয়ার বাজার বাড়তে পারে আরও অনেকটাই। তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এই ধরনের কারেকশনে যখন বাজার নিচে আসবে তখন ভালো শেয়ার কিনে নিতে হবে পড়তির দামে। পড়ে বাজার বাড়লে মওকা বুঝে ভালো লাভে তা বেচে দিতে হবে। যারা দীর্ঘদিন ব্যাপী লগ্নি করতে চান তারা অল্প অল্প করে প্রতিটি পতনে ভালো জাতের শেয়ার খরিদ করতে পারেন। সবথেকে যে বিষয়টি এই সময় বেশি ভাবাচ্ছে তা হল এই বুল মার্কেটে অর্থবান হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এসে যাচ্ছে হাতের সামনে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে সময় বুঝে। তাহলেই আপনার সম্পদ অনেকটাই বেড়ে যাবে, হয়ে উঠবেন সফল লগ্নিকারী।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২২ অক্টোবর – ২৮ অক্টোবর, ২০১৬

মেষ : নিজের মতানুসারে চলুন, অন্যের কথায় কান দেবেন না, একের পর এক ঝামেলা এসে আপনাকে বিব্রত করে তুলবে। আর্থিক উন্নতির জন্য অনেক সুযোগ আসবে সেগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ভাল ফল পাবেন।

বৃষ : বর্তমানে অর্থনৈতিক বিষয়ে নানাবিধ গোলযোগ আসবে। চেষ্টা করলে বাধাকে অতিক্রম করে অর্থ আনতে সমর্থ হবেন। শত্রুরা সুনামে বাধা আনবার চেষ্টা করবে। শেষ পর্যন্ত পারবে না। ব্যবসা–বাণিজ্যে সুফল পাবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক।

মিথুন : যত বাধাই আসুক না কেন অর্থনৈতিক বিবিধ যোগের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। লেন–দেনের ব্যাপারে শুভ সময়। কাজে লাগাতে পারেন। ভবিষ্যৎ জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। লেখাপড়া ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সাবধান হবেন।

কর্কট : সময়টি উন্নতির পথে অত্যন্ত শুভদায়ক। জমি–জমা ও ভূ–সম্পত্তির বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। ভাই সম্পর্কে শুভফল আশা করবেন না। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় বাধা এলেও সফল হবেন। ব্যবসায় উন্নতি।

সিংহ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ বাধা আসবে। দায়িত্ব বহুল কাজে যোগ না দেওয়াই ভালো। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। সুনাম হানি হতে পারে।

কন্যা : অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। অসামাজিক কাজে অগ্রসর হবে না। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে রয়েছে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। কর্মস্থলে কিছু না কিছু গোলযোগ লক্ষিত হবে। ব্যবসায় উন্নতির জন্য নানাবিধ সুযোগ আসবে।

তুলা : বুদ্ধি কর চললে উন্নতি অবশ্যই হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভযোগ রয়েছে। গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। লেখ্য পরীক্ষায় ক্ষতি হওয়ার যোগ রয়েছে। মাতার পক্ষে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। পাকাশয়ের পীক্ষায় কষ্ট পাবেন।

বৃশ্চিক : লেখাপড়ায় বাধা এলেও সুফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি মনের মত করে করতে পারবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধান থাকা দরকার।

ধনু : অযথা মাথা গরম করবেন না। শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। গৃহ ভূমি সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে যেতে পারে। সাবধান হোন। সাংসারিক অশান্তি ও আর্থিক বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। লেখাপড়ায় ভালো ফল পাবেন।

মকর : আর্থিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ শুভ হবে। কিন্তু অর্থ ব্যয়ের যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় শুভ ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। চলাফেরায় যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গ মন্ত্রনায় চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। লেখাপড়ার বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ব্যয়বৃদ্ধির যোগ।

মীন : নিজেকে বেশী জাহির করতে যাবেন না। বাত বা বাতজাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় শুভফলের যোগ রয়েছে। শির পীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট। ব্যবসায় খুব বুঝে চলতে হবে। যোগাযোগ মূলক কাজ গুলি সুন্দরভাবেকরতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারে ৫১৩৪ জন নিয়োগ

পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, কোর্ট ক্লার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫,১৩৪ জন পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট/সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, কোর্ট ক্লার্ক ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ ও অফিসে। 'কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল (১০+২) এক্সামিনেশন, ২০১৬'–এর মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টায়ার–ওয়ান) হবে ৭ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি এবং ডেসক্রিপ্টিভ প্রশ্নের পরীক্ষা (টায়ার–টু) হবে ৯ এপ্রিল। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শূন্যপদ : পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট/ সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৩,২৮১টি। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক : ১,৩২১টি। ডেটা এন্ট্রি অপারেটর : ৫০৬টি। কোর্ট ক্লার্ক : ২৬টি।

তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য শূন্যপদ সরকারি নিয়মানুসারে সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সব পদের ক্ষেত্রেই উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল।

এছাড়া পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট/ সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, কোর্ট ক্লার্ক ও লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে মিনিটে ৩৫টি শব্দ বা হিন্দিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। অর্থাৎ ঘন্টায় ইংরেজির ক্ষেত্রে ১০,৫০০ ও হিন্দির ক্ষেত্রে ৯,০০০ কি–ডিপ্রেশনের গতিতে ১০ মিনিট ধরে একটি প্যাসেজ থেকে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

ডেটা এন্ট্রি অপরেটর পদের প্রার্থীদের স্কিল টেস্টের সময় ঘন্টায় ৮,০০০ কম্পিউটার কি–ডিপ্রেশনের গতিতে একটি প্যাসেজ থেকে ১৫ মিনিট টাইপ করতে হবে।

উল্লেখ্য, দরখাস্ত করার সময়েই টাইপ রাইটিং বা ডেটা এন্ট্রির উল্লিখিত গতি থাকতে হবে এমনটা নয়, অনুশীলনের মাধ্যমে স্কিল টেস্টের আগে প্রয়োজনীয় গতি আয়ত্ত করে নিতে হবে।

বয়স : সবক্ষেত্রেই ১–১–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ২–১–১৯৯০ থেকে ১–১–১৯৯৯–এর মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্ন এবং আইনত স্বামীবিচ্ছিন্ন মহিলারা ৩৫ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০, ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৩৮) বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা হবে পশ্চিমবঙ্গের এইসব কেন্দ্রে (ব্র্যাকেটে সেন্টারকোড নম্বর) : কলকাতা (৪৪১০), বারাসাত (৪৪০২), বহরমপুর (৪৪০৩), চুঁচুড়া (৪৪০৫), জলপাইগুলি (৪৪০৮), মালদা (৪৪১২), মেদিনীপুর (৪৪১৩), শিলিগুড়ি (৪৪১৫)।

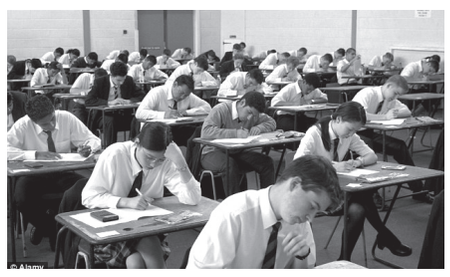

টায়ার–ওয়ান কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হবে ৪টি অংশে— জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (অঙ্কের দক্ষতা বিষয়ক)। প্রতি অংশে ২৫টি করে মাল্টিপল চয়েস অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে। মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। প্রতিটি অংশে নম্বর ৫০। সময় ৭৫ মিনিট। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও

সেরিব্রাল পালসি প্রার্থীরা ২৫ মিনিট অতিরিক্ত সময় পাবেন। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া অন্য তিনটি অংশের প্রশ্ন হবে ইংরেজি ও হিন্দিতে। প্রতিটি বিষয়ে আলাদা করে কোয়ালিফাইং নম্বর পেতে হবে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। লিখিত পরীক্ষায় পাস করলে স্কিল টেস্ট নেওয়া হবে। টায়ার–টুয়ে ডেসক্রিপ্টিভ প্রশ্নের পরীক্ষায় থাকবে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। এতে থাকবে এসে রাইটিং, লেটার রাইটিং, অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং। সময় ১ ঘন্টা। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি প্রার্থীরা ২০ মিনিট অতিরিক্ত সময় পাবেন।

বেতনক্রম : সবক্ষেত্রেই ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ হবে দুটি গ্রুপে। পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট/সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের একটি গ্রুপের ক্ষেত্রে গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা। ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের আর একটি গ্রুপ, কোর্ট ক্লার্ক ও লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://ssconline.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ নভেম্বর।

দুটি পার্টে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে— রেজিস্ট্রেশন পার্ট (যাঁরা আগে করেননি) ও অ্যাপ্লিকেশন পার্ট। যাঁরা নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করবেন, তাঁরা রেজিস্ট্রেশনের পর রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন।

মনে রাখবেন, অ্যাপ্লিকেশন পার্ট পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (৩০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (১ থেকে ১২ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। চালানের মাধ্যমে নগদে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে–কোনও শাখায় ফি জমা দিতে পারেন। চালানের প্রিন্ট আউট পাওয়া যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত। অথবা অনলাইন প্রক্রিয়ায় নেট ব্যাঙ্কিং বা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে লাগবে না।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট : www.ssc.nic.in

শব্দবার্তা ১

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
■	■		■	৫	৬		৭
৮			■	■		■	
	■		■	■	৯		
১০			১১	■		■	■
■	■	■	১২			■	১৩
১৪				■	১৫		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. রামায়ণের খল চরিত্র ৩. কচি পাতায় ছোটদের পড়ার বই ৪. কথা বলা ৫. ছোটোবড়ো দড়ি ৮. পাখি বা মাছের খাদ্য ৯. শোষণকারী ১০. অলংকারশাস্ত্রে যে ক'টি রসের উল্লেখ আছে ১২. তুলো বিশেষ ১৪. বাংলার এক শহিদ ১৫. অসভ্য।

উপর–নীচ

১. মাতঙ্গ এমন হলেই অনর্থ ঘটায় ২. রাজকার্য পরিচালনার জন্য রাজা যে সভায় বসেন ৩. উপায়, ধার ৬. দুর্গাপুজো, রবীন্দ্রনাটক বিশেষ ৭. অধ্যাপক, গুরু ৮. উৎকন্ঠার সঙ্গে স্মরণ ১১. চরিতার্থ ১৩. 'দোলনচাঁপার মতো চিকন–মুখখানি ঘিরে'।

শব্দবার্তা সমাধান ১ আগামী সংখ্যায়

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
9874017716

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সম্প্রতি কোস্টাল পুলিশ ও বনদফতর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে যৌথ অভিযান চালিয়ে দু'জন বাংলাদেশী জলদস্যুকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার করে। ধৃত বাংলাদেশী জলদস্যুদের নাম মফুজুল সানা ও আজিজুল গাজী। এদের বাড়ি বাংলাদেশের খুলনা ও সাতক্ষীরা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার সুন্দরবন কোস্টাল থানার পীরখালি জঙ্গলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বেশ কিছু বাংলাদেশী জলদস্যু সুন্দরবনের জলপথে প্রবেশ করেছে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে। ধৃতদের কাছ থেকে ২টি বাংলাদেশী ডবল ব্যারেল বন্দুক ও ৩১ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

অটো দৌরাত্ম্য, জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সম্প্রতি অটোতে অতিরিক্ত যাত্রী তোলার জন্য ২ জন অটো যাত্রী প্রতিবাদ করলে তাদের বেধড়ক মারধর করে অটো চালক। জখম অটো যাত্রীদের নাম সাহেব মোল্লা ও আমিন মোল্লা। জখমরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার মাতলা সেতুতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিং নতুন ফেরিঘাট রোডের মাতলা সেতু এলাকায় একটি অটো চালক বাসন্তী যাওয়ার জন্য অটোতে ৮ জন যাত্রী তোলে। অটো যাত্রী সাহেব মোল্লা ও আমিন মোল্লা প্রতিবাদ করে। অটো চালক উত্তেজিত হয়ে বেধড়ক মারধর করে সাহেব ও আমিনকে। রক্তাক্ত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় পড়ে থাকেন সাহেব ও আমিন। স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন দেখতে পেয়ে তাদের ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি করে। অটোচালক পলাতক। জেলা আইএনটিটিইউসি–র সভাপতি শক্তি মন্ডল বলেন এমন ধরনের ঘটনা কখনও সমর্থন করা হবে না। ইতিমধ্যে পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে নিরপেক্ষ তদন্ত করে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর : সম্প্রতি ঘরের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম সুশীল মন্ডল (৫৬)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা সুশীল মন্ডল দিন মজুরির কাজ করতেন। বেশ কিছুদিন ধরে তার স্ত্রী সীমা মন্ডল এবং ছেলে কৈলাশ মন্ডলের সঙ্গে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। এদিন সকালে সুশীল মন্ডলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় তার আত্মীয় স্বজন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহটি উদ্ধার করে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের অভিযোগ গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করা হয়েছে। এ বিষয়ে তারা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ মৃতের স্ত্রী ও ছেলেকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতার ৬ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর থানার রাস্তায় নাকা চেকিং করার সময় একটি টাটাসুমোতে সওয়ার ৬ জন দুষ্কৃতকারী পুলিশকে দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের তাড়া করে শেষমেষ ধরে ফেলে। সোমবার বিকেলে কুলপি রোডে হাসিমপুর মোড়ে নাকা চেকিং চলছিল। তখন দুষ্কৃতকারীদের গাড়িটি জয়নগর থেকে বারুইপুরের দিকে যাচ্ছিল। জোড়াপুল মোড়ের কাছে পুলিশ গাড়ি তল্লাশি চালিয়ে নগদ ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করে। যার মধ্যে প্রচুর জাল নোট রয়েছে। এছাড়াও একটি ওয়ান শাটার, এক রাউন্ড কার্তুজ, ১১টি তাজা বোমা, একটি বড় ভোজালি সহ সাতটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতরা হল মুকুল নায়ক, মিলন হালদার, রামকৃষ্ণ সানা, মাণিক ভুঁইয়া, প্রসেঞ্জিৎ মন্ডল ও সুমঙ্গল মন্ডল। এরা সবাই কুলতলি ব্লক এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের অনুমান দুষ্কৃতকারী দলটি জাল টাকার ব্যবসার পাশাপাশি বড় ধরনের অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ওই দিন সন্ধ্যায় ধৃতদের জয়নগর থানায় এনে দফায় দফায় জেরা করে পুলিশ। মঙ্গলবার ৬ জনকে বারুইপুর আদালতে আনা হয়।

তীরে এসে তরি ডুবলো শব্দবাজির

চিংড়িপোতায় ক্ষোভের আঁচ

কুনাল মালিক: গত ১৮ অক্টোবর তারাতলায় রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে শব্দবাজির ডেসিবেল পরীক্ষা হয়েছিল। সেই পরীক্ষায় চকোলেট বোমা পাশ করেও গিয়েছিল। চম্পাহাটির দোদোমাও এই পরীক্ষায় টেনেটুনে পাশ করেছিল। এর সঙ্গে রাজ্য সরকার এবার চিনা বাজিকে নিষিদ্ধ করায় চিংড়িপোতার বাজি প্রস্তুতকারকদের মহলে খুশির বন্যা বইছিল। বস্তুত বাজি ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন দাবি করে আসছে যে সারা ভারতের মতো এ রাজ্যেও শব্দবাজির উর্দ্ধসীমা হোক ১২৫ ডেসিবেল। কিন্তু রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ৯০ ডেসিবেলেই শব্দবাজির উর্দ্ধসীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাতে চকোলেট বোমা কিছুতেই পাশ করতে পারছিল না। কিন্তু এবার বাজি প্রস্তুতকারকরা নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে চকোলেট বোমা বানিয়ে শব্দের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরিস্থিতি করেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। চিংড়িপোতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা থানা এলাকার অন্যতম বাজি প্রস্তুত কারক এলাকা। এখানে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৬০০ স্টল হয়। ঘরে ঘরে এখানে তুবড়ি, ফুলঝুরি, রঙমশাল, চকলেট বোম তৈরি হয়। এতদিন শব্দবাজি নিষিদ্ধ থাকায় চকলেট বাজি লুকিয়ে চুরিয়ে বিক্রি হতো।

পুলিশি অভিযানেরও আশঙ্কা ছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন এখন আর সেই সমস্যা হবে না। কিন্তু ৪৮ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই পরিবেশ মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন চকলেট বোমা এবং দোদোমায় পূর্বের ন্যায় নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকছে। বিষয়টি নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। এই খবরে আবার চিংড়িপোতায় বাজি প্রস্তুতকারকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। চম্পাহাটিতে পুলিশ ২০ অক্টোবর অভিযান করে শব্দবাজি সহ বেশ কয়েকজন কারিগরকে গ্রেফতার করেছে। তবে পরিবেশ দফতরের মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়ের এই কড়া পদক্ষেপে রাজ্যের পরিবেশ সচেতন অধিকাংশ মানুষ খুশি। কারণ শব্দের পরীক্ষায় কোনওরকমের উত্তীর্ণ হয়ে চকোলেট বোমা বা দোদোমা যে তার দানবীয় চেহারায় ফিরে যাবে না তার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। ফলে রাজ্য জুড়ে কালীপুজোর সময় শব্দ দানবের লাগামছাড়া তান্ডব চলত। এর থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাওয়া যাবে।

অধিকার প্রতিষ্ঠার টানাপোড়েনে জেলা প্রেস ভবনে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই প্রতিবেদনটি নিঃসন্দেহে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সহ সমস্ত সাংবাদিক ও সংস্কৃতি কর্মীদের কাছে একটি দুঃসংবাদ। দুঃসংবাদটি হল, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা শহর বারাসতের হাতিপুকুর সংলগ্ন জেলা প্রেস ভবনে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলছে তালা। আজ থেকে প্রায় বছর পনেরো–ষোলো আগে এই উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা প্রেস ভবনটি গড়ে ওঠে। বহু বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে এটির উদ্বোধনও হয়। সেদিন বিভিন্ন সংবাদ ও সংস্কৃতিকর্মীরা আশার আলো দেখেছিলেন এই উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা প্রেসভবনকে ঘিরে। সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা যায়, তৎকালীন জেলা শাসক অরুণ মিশ্র উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা থেকে প্রকাশিত প্রায় ৩০টিরও বেশি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সংবাদকর্মীরা তাদের অর্থ ও উদ্যোগে এখানে ত্রিতল বিশিষ্ট এই ভবনটি গড়ে তোলেন। কয়েকজন দৈনিক সংবাদমাধ্যমের সংবাদকর্মীরাও জড়িত ছিলেন এর সাথে। এটি উদ্বোধনের পর প্রায় নিয়মিত আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠান, তথ্যচিত্র প্রদর্শন সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছিল ধারাবাহিক ভাবে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সংবাদকর্মীরা এই প্রেসভবনে আড্ডা জমাতেন, মত বিনিময় করতেন। কিন্তু প্রেসভবনটি বর্তমানে তালাবন্ধ অবস্থায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকায় আজ তারা 'না ঘরকা, না ঘাটকা' অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বলে জেলার বেশ কয়েকজন সাংবাদিকদের অভিযোগ। কিন্তু প্রেস ভবনে কেন তালা ঝুলছে, এ ব্যাপারে কোনও সদুত্তর নেই। বর্তমান কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছে এমনও গুজব রটেছে যে বন্ধ প্রেসভবনের তালার চাবি নাকি জেলা প্রশাসকের কাছে জমা আছে। প্রেস ভবন বন্ধের বিষয়ে কমিটির সভাপতি সাংবাদিক সুভাষ পাড়িয়াল বলেন, বর্তমান কমিটির মেয়াদকাল শেষ হয়ে গিয়েছে। নতুন কমিটি গঠন না হওয়ার কারণে প্রেসভবন বন্ধ আছে, আশা করা যাচ্ছে পুজোর পর কমিটি গঠন হবে।' কতদিন প্রেসভবন তালা বন্ধ? এর উত্তরে তিনি বলেন, 'প্রায় এক মাসের কিছু বেশিদিন বন্ধ হয়ে আছে।' সম্প্রতি 'স্বপ্নের জেলা প্রেস ক্লাব তোমার আমার। আসুন মিলিত হই। ৩/৯/২০১৬, বিকেল ৩টেয়। আহ্বানে পুরনো দিনের সাথী বন্ধুরা' এই এসএমএসটির উপর নির্ভর করে জেলার কয়েকটি সাপ্তাহিক , পাক্ষিক সংবাদপত্রের সম্পাদক, সাংবাদিকরা হাতিপুকুরে যান। কিন্তু কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রতিনিধিরা তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেন বলে জানা যায়। এক সময়ে কমিটিতে থাকা গাঙ্গেয়বার্তা'র সম্পাদক বাসুদেব পাল বলেন, 'আমি তো এখন কমিটিতে নেই। ফলে আমার কিছু জানা নেই।' বেশ কিছু বিক্ষুব্ধ সাংবাদিকদের অভিযোগ, এই প্রেসভবন গড়ে ওঠার পর থেকেই আয়–ব্যয়ের কোনও সঠিক হিসাব নেই। সদস্যপদ দেওয়ার জন্য অনেকের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হলেও আজও সদস্যপদ দেওয়া হয়নি। বারাসতে সাংবাদিকদের আর একটি রেজিস্টার্ড সংগঠন, বারাসত প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে বিক্ষুব্ধ সাংবাদিকদের এই অভিযোগের মান্যতা দিয়েই দাবি জানানো হয়, জেলা প্রেস ভবনের এহেন অচলায়তন অবস্থার অবসান ঘটুক। এই সাথে দৈনিক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি জেলা থেকে প্রকাশিত সমস্ত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক প্রতিনিধিদেরও প্রেসভবনে সামানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক।

পিতার নামে রাস্তার শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়ির পুজোয় বীরভূম জেলায় এসে পিতার নামে সরণির (রাস্তা) শিলান্যাস করলেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। বীরভূম জেলার মিরাটি গ্রামে পৈতৃক বাড়ি প্রণববাবুর। ষষ্ঠীর দিন বিকালে হেলিকপ্টার করে কীর্ণাহার এসে দিদি অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়িতে কিছুটা সময় কাটিয়ে মিরাটি গ্রামে চলে যান তিনি। সপ্তমীর দিন মুর্শিদাবাদ যান। সেখান থেকে

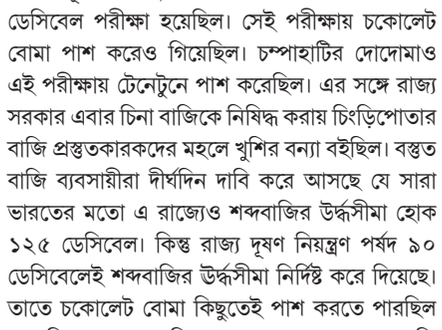

সিউড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাষ্ট্রপতির পিতা প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের নামে একটি রাস্তার শিলান্যাস করেন। এই সঙ্গে স্থানীয় দিশারী ক্লাবের রজত জয়ন্তী বর্ষের সূচনা করেন। অষ্টমীর দিন বীরভূম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নিজ ভবনে 'মিশন নির্মল বীরভূম' অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কীর্ণাহারে খাদির অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। নবমীর দিন মিরাটির মুখোপাধ্যায় ভবনে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেন।

ষষ্ঠীর দিন কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সেনাবাহিনীর বিমানে কীর্ণাহার আসেন। সিউড়িতে বসানো হয় সিসিটিভি ক্যামেরা। সপ্তমীর সকালে রীতি মেনে বাড়ির পুজোর ঘট ভরেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, 'স্বচ্ছ ভারত গড়তে চাই বেসরকারি উদ্যোগও।' ৯ অক্টোবর মিরাটি গ্রামে 'মিশন নির্মল বীরভূম' অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার ও জেলাশাসক। হাত ধুয়ে প্রসাদ খাওয়ার অনুষ্ঠান হয়।

বাবা কামদা কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সময় থেকে চলে আসছে এই পুজো। কয়েকদিন গ্রামের সকলের সাদর আমন্ত্রণ থাকে মিরাটির মুখোপাধ্যায় বাড়িতে। মহরম, শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে ১১ অক্টোবর বিকালে দিদির হাতের তৈরি নাড়ু খেয়ে দশমীর দিন দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন রাষ্ট্রপতি।

পুজোর কয়েকদিন একেবারে বাড়ির পুজোয় মেতে উঠেন রাষ্ট্রপতি। প্রতি বছরের মতো এবারেও বাড়ির পুজোয় চন্ডীপাঠ করেন প্রণববাবু। পুজো উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির আগমন এবারেও বীরভূমবাসীকে গর্বে ও আনন্দে ভরিয়ে দেয়।

কাঠামো পুজোয় কাউন্টডাউন শুরু

মলয় সুর : চন্দননগরে বেজে উঠল আগমনীর আনন্দসুর। সঙ্গে উৎসবের মেজাজ। দুর্গা পুজোর দশমীতে চারদিকে যখন বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে তখন কাঠামো পুজোর মাধ্যমে আসন্ন জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রস্তুতির আনন্দে মেতে উঠল চন্দননগর। এছাড়া কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর দিনও অনেক বারোয়ারিতে কাঠামো পুজো হয়। এই শহরের সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পুজোর নাম জড়িয়ে রয়েছে। প্রতি বছরই দুর্গা পুজোর ঠিক একমাস পরেই এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এবারে ৬ নভেম্বর ষষ্ঠী পড়েছে। সেইদিন আবার ছট পুজো শুরু। দুর্গা পুজো বাঙালির বড় উৎসব হলেও চন্দননগরের মানুষের কাছে তাঁদের প্রাণের উৎসব জগদ্ধাত্রী পুজো। জগদ্ধাত্রী পুজোতেই এখানকার মানুষ নতুন জামাকাপড় পরে চন্দননগরের বিশ্ববিখ্যাত আলোর কেরামতি ও ঠাকুর দেখার জন্য রাস্তায় নামেন। পুজোর কয়েকটা দিন স্থানীয় এবং বহিরাগতরা মেতে ওঠেন আনন্দের আবহে। দশমীর দিন চন্দননগরে বিসর্জন। বাংলার এক ঐতিহ্য আলোকসজ্জা ও বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার ধারে ভিড় করেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। কেন্দ্রীয় পুজো কমিটির আওতায় পুজোর সংখ্যা ১৬০টি। এছাড়াও প্রায় ৩৫০টি পুজো রয়েছে ভদ্রেশ্বর, মানকুন্ডু ও চন্দননগরে। এবারে ১২টি বারোয়ারির জুবিলি রয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যালঙ্কা, উত্তর চন্দননগরের সন্তান সংঘ, গোন্দলপাড়া সাতঘাট, চন্দননগর স্টেশনের কাছে খালিসানি কলু পুকুর ধার, ভদ্রেশ্বর গেটের নিকট জয় ভারত সংঘ, নিমতলা, তটিনী সিনেমার নিকট চালতাতলা বারোয়ারি। ইতিমধ্যে এবছরে ৭৪টি বারোয়ারি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি পেয়েছে। এরই পাশাপাশি দর্শনার্থীদের ভিড়

কিভাবে সামাল দেওয়া হবে তা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সেরে ফেলেছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। সবমিলিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর কাউন্টডাউন শুরু।

মহানগরে

শহরে ডেঙ্গুতে মৃত্যু শূন্য, তবু নির্ণয় কেন্দ্র বেড়ে ৫ থেকে ৭

বরুণ মন্ডল : কলকাতা শহরবাসীদের রক্তে ভয়ঙ্কর মারণ রোগ ডেঙ্গুর জীবাণু রয়েছে কী না তা পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের হাতিবাগান কর্পোরেশন গ্যারেজের পাশে, ৬২ নম্বর ওয়ার্ডের হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারে, ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের 'দেশের খাবার' বাসস্টপের কাছে, ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিজয়শ্রী মন্দিরের কাছে এবং ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের পর্ণশ্রীর নববাণী পার্কের কাছে সর্বমোট পাঁচটি পুরসভার সম্পূর্ণ নিজস্ব আমেরিকান প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ডেঙ্গু রোগ নির্ণয়ের কেন্দ্র রয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের বর্তমান অবস্থায় সারা পৃথিবীতে ডেঙ্গুর প্রার্দুভাব (পৃথিবীর ১৮৪টি দেশে) বৃদ্ধি পাচ্ছে। একথা ভেবে ডেঙ্গু নামক মারণ রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কলকাতা পুরসভা গত ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আরও তিনটি ডেঙ্গু রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করল। পূর্ব কলকাতার ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডের দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড (ধাপা মসজিদের কাছে) জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সহায়তায় গড়ে ওঠা 'আর্বান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে' একটি, ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের পি–১৯, সিআইটি রোড সুভাষ মেলা মাঠের কাছে একটি এবং পূর্ব যাদবপুরের ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের ১০ পি মজুমদার রোডে কায়স্থপাড়া মোড়ের কাছে একটি। এই তিনটি 'ডেঙ্গু সনাক্তকরণ কেন্দ্রে'র উদ্বোধন করলেন মেয়র–মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়। বেলেঘাটার ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডের ডেঙ্গু ডিটেকশন সেন্টারের আঙিনা থেকে তিনটি কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কলকাতা উত্তরের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন্টালির বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা, বেলেঘাটার বিধায়ক পরেশ পাল, মেয়র পারিষদ স্বাস্থ্য অতীন ঘোষ, স্থানীয় বরো সভাপতি ও পুর প্রতিনিধি জীবন সাহা, বিভাগীয় আধিকারিকবৃন্দ প্রমুখ। পুর স্বাস্থ্য দফতরের অবৈতনিক উপদেষ্টা

তপন কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, ২০১১–এর ১ মার্চ হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারের 'হাজি ডিসপেনসারি'তে ডেঙ্গু ডিটেকশন সেন্টারের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে এই মারাত্মক রোগ নির্ণয় যাত্রার সূচনা করে পুরসভা।

এখন কলকাতায় পাঁচটি ডেঙ্গু রোগ শনাক্তকরণ কেন্দ্র আছে। আজ আরও তিনটি কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। আগামী এক মাসের মধ্যে আরও সাতটি এমন কেন্দ্র গড়ে উঠবে। এইভাবে ডেঙ্গুকে দোরগোড়ায় বাঁধো এই লক্ষ্যে পুরসভার প্রতিটি বরোতে একটি ডেঙ্গু রোগ নির্ণয় কেন্দ্র গড়ে উঠবে। আর জোকার তিনটি ওয়ার্ডের (১৪২–১৪৪) দায়িত্বে থাকবে বরো ১৩র ডেঙ্গু ডিটেকশন সেন্টারটি। তাহলেই ডেঙ্গু রোগ নির্ণয় কলকাতা পুরসভার লক্ষ্য সম্পূর্ণ হবে। ডক্টর মুখোপাধ্যায় বক্তব্য, কলকাতার প্রতি বরোতে একটি করে কেন্দ্র থাকলে পুর প্রশাসনিক দিক থেকে সুবিধা হবে। এক বরো থেকে অন্য আরেক বরোর ডেঙ্গু ডিটেকশন সেন্টারে রক্ত পরিবহনে যে সময় লাগে প্রতি বরোতে একটি করে এমন সেন্টার থাকলে সেটা আর হবে না। অত্যাধুনিক ও বিশ্বমানের প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এই ডেঙ্গু রোগ নির্ণয় কেন্দ্রগুলি থেকে সম্পূর্ণ বিনে পয়সায় কলকাতার আরও বেশি সংখ্যক পুরবাসী দ্রুততার সঙ্গে ডেঙ্গু রোগ নির্ণয় করতে পারবেন।

বেসরকারি সেন্টারে ডেঙ্গু নির্ণয়ে সাড়ে তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লাগে এবং রোগীর মোবাইলে রিপোর্ট পৌঁছয়। এদিন মেয়র বলেন, কলকাতায় সব ঠিকঠাক রয়েছে। এক শ্রেণির চিকিৎসক না জেনে বুঝে ডেথ সার্টিফিকেটে ভুল করে ডেঙ্গু লিখে দিচ্ছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠবে। মোট ব্যয় ৩৬০ লক্ষ টাকা। যার ৬০ শতাংশ দেবে কেন্দ্র আর বাকি ৪০ শতাংশ দেবে রাজ্য। এখানে জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের এলাইজা পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষা হবে।

জঞ্জাল ও অনিচ্ছায় বাতিল আন্ডারপাস

ঝুঁকিই ভরসা পারাপারে

সায়ন্তন সেন, যাদবপুর : পালবাজার থেকে যে রাস্তাটা সোজা যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডের দিকে গিয়েছে সেই রাস্তা ধরে একটুখানি হাঁটলেই যাদবপুর সাইডিং যার পাশের ২টি রেললাইন দিয়ে কিছুক্ষণ পর পরই চলাচল করে শিয়ালদহের দিকে ও ডাউনে গড়িয়া, বারুইপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার ছাড়াও আরও বিভিন্ন দিকের ট্রেন । আর বাকি সময়টা চলে রেললাইন টপকে জনসাধারণের যাতায়াত। অধিকাংশই পায়ে হেঁটে রেললাইন পার হন আবার যাদের সাইকেল আছে তারা তাদের সাইকেল কাঁধে করে নিয়ে রেললাইন পার হন। ফলে এটা হয়ে ওঠে একটা ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা। কারণ সেলিমপুর সাইডিং এর মতো এখানে আর আগের মতো ট্রেন আসার আগে সাইরেন বাজিয়ে রেলগেট বন্ধ করে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়ার পরও অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পার হতেন এবং এর ফলে অনেককেই ট্রেনের তলায় কাটা পড়তে হত।

দিন দিন এই মৃত্যু বাড়তে থাকায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আর কোনও রেলগেট থাকবে না। তার বদলে জনসাধারণের সুবিধার্থে তৈরি করা হবে একটি ভূগর্ভস্থ পথের যাতে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই ঝুঁকিহীনভাবে রেললাইন পার হতে পারে। ২০১১র ডিসেম্বরের শেষ দিকে এই ভূগর্ভস্থপথের উদ্বোধন হয়। প্রথম কয়েক মাস

একদিকে আবর্জনা অন্যদিকে শুনসান ভূগর্ভস্থ আন্ডারপাস

অধিকাংশ মানুষই এই ভূগর্ভস্থপথ ব্যবহার করেই এপার থেকে ওপারে যাতায়াত করছিলেন। কিন্তু যত দিন এগোতে লাগল এর ব্যবহারও কমতে লাগল। অধিকাংশই আগের মত আবার ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পার হতে লাগলেন। কারণ রেললাইন দিয়ে পারাপারে একটু ঝুঁকি থাকলেও তাড়াতাড়ি পার হওয়া যায়।

তাছাড়া বর্তমানে ভূগর্ভস্থপথের অবস্থাও সেরকম ভালো নয়। ওপর থেকে জল পড়ে। পানের পিক, সিগারেটের টুকরো থেকে চিপস, লজেন্স এর প্যাকেটের দুর্গন্ধময় নোংরা আবর্জনায় ভরা ভূগর্ভপথ। আবার অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে নামা বয়স্কদের পক্ষে কষ্টকর। এছাড়া ভূগর্ভস্থপথের ভেতর দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাওয়া কঠিন ও কষ্টসাপেক্ষ। আর তাড়াতাড়ি ৮বি বাস স্ট্যান্ডের দিকে যেতে হলে এটা ছাড়া আর সোজা পথ নেই। এরপরেও যারা ভূগর্ভপথ ব্যবহার করতে চান তাদের দাবি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যদি এই ভূগর্ভস্থপথ রক্ষণাবেক্ষণের সঠিক দায়িত্ব নেয় তাহলে সাধারণ মানুষের অধিকাংশ কোনরকম ঝুঁকি ছাড়াই আগের মত ভূগর্ভস্থপথ পেরিয়েই ভালভাবে নিয়মিত যাতায়াত করবেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ২২ অক্টোবর – ২৮ অক্টোবর, ২০১৬

রামের দলে লক্ষ্মণ

রামায়নের অন্যতম প্রধান চরিত্র নিঃসন্দেহে রামানুজ লক্ষ্মণ। শত্রুঘ্ন বা ভরতও রামকে অসীম শ্রদ্ধা করতেন ঠিকই কিন্তু লক্ষ্মণ সর্বদা অগ্রজ রামের পাশে থাকার সুযোগ পেয়েছেন। নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও দাদার রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছেন মহাকাব্যের বর্ণময় চরিত্র লক্ষ্মণ। এই বঙ্গের অধুনা লক্ষ্মণের আদৌ কোনও রামচন্দ্র বলে দাদা হয়তো নেই। কিন্তু খোদ রামনামধারী এক দঙ্গল বন্ধু জুটে গিয়েছে অচিরেই। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন পূর্ব মেদিনীপুরে এক সময় যার নামে বাঘে-হরিণে একঘাটে জল খেত সেই লক্ষ্মণ শেঠ মহাশয়ের সদলে বিজেপিতে যোগদান নিয়েই এই সম্পাদকীয়র অবতারণা। বস্তুত বছর দুয়েক আগে মদন মিত্রের ভবানীপুরের বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়াদূরত্বে নিজের ফ্ল্যাটে বসে (আদালতের নির্দেশে তখন লক্ষ্মণবাবু নিজের জেলায় প্রবেশ করতে পারতেন না) আলিপুর বার্তাকেই একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি যদি সক্রিয় রাজনীতি করেন তবে রামসঙ্গই তাঁর পছন্দ। অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টিতে নাম লেখাতে কার্যত মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন লক্ষ্মণ শেঠ। সেই সংক্রান্ত লেখা নিয়ে আলিপুর বার্তায় প্রতিবেদনও বেরিয়েছিল, 'রামে মজেছেন লক্ষ্মণ'। যথারীতি জনপ্রিয়ও হয়েছিল পাঠকের কাছে। যদিও যদিও তৎকালীন বিজেপি নেতৃত্ব তাকে সেভাবে পাত্তাই দেয়নি। লক্ষ্মণ শেঠ একসময় চেষ্টা করেছিলেন অধিকারী পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বৈরিতা মিটিয়ে শাসক দল তৃণমূলে জায়গা করে নেওয়ার। বিভিন্ন গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেইসময় লক্ষ্মণবাবু অহরহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। পাশাপাশি নন্দীগ্রাম কান্ডের যাবতীয় দায় চাপিয়ে দিতেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ওপর। অথচ তিনি কী নন্দীগ্রাম পর্বে কোনও ভাবেই যুক্ত ছিলেন না? পূর্ব মেদিনীপুরের একটা ছোট বাচ্চাও সেসময় জানত যে জেলায় গাছের একটা পাতাও নড়ে লক্ষ্মণবাবুর অনুগ্রহে। এতবড় একটা কান্ড ঘটে গেল অথচ লক্ষ্মণ শেঠ কিছু জানতেন না এটা কিছুতেই মানতে পারেনি বাংলার রাজনৈতিক অনুসন্ধিৎসুরা। অতঃপর শুভেন্দু অধিকারী এবং তার পিতৃদেব শিশির অধিকারীর বাধায় তৃণমূলে যোগদানের সাধপূরণ ঘটেনি লক্ষ্মণের। শেষমেষ তিনি ভারত নির্মাণ পার্টি নামক একটি দলই খুলে বসেন। যদিও তাতে তাঁর প্রয়াত স্ত্রী তমালিকা পণ্ডা শেঠ এবং অশোক গুড়িয়ার মতো কতিপয় নেতা ছাড়া সামিল হয়নি কেউই। চিত্রনাট্য পাল্টাতে শুরু করল দিলীপ ঘোষ বিজেপি সভাপতি হওয়ার পর। যার দৌলতে আপাতত টিম মোদিতে লক্ষ্মণ। এখন দেখার তমলুক লোকসভার উপনির্বাচনে টিকিট লাভ করতে সফল হন কিনা তিনি।

অমৃত কথা

পরস্পরের স্বার্থের সহায়, বিপক্ষ পক্ষের সমুল উৎকাষণ, বৌদ্ধ বংশের সমুলে নিধন ইত্যাদি কার্যে ক্ষয়িতবীর্য এ নতুন শক্তিসঙ্গম নানাভাবে বিভক্ত হইয়া প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল।

শোণিত শোষণ, বৈর-নির্যাতন, ধনহরণাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া, পূর্ব রাজন্যবর্গের রাজসুয়াদি যজ্ঞের হাস্যোদ্দীপক অভিনয়ের অঙ্কপাত মাত্র করিয়া, ভাটচারণাদি চাটুকার শৃঙ্খলিত পদ ও মন্ত্রতন্ত্রের মহা বাগজাল জড়িত হইয়া, পশ্চিম দেশাগত মুসলমান ব্যাধনিচয়ের সুলভ মৃগয়ায় পরিণত হইল।

যে পুরোহিত শক্তির সহিত রাজশক্তির সংগ্রাম বৈদিক কাল হইতেই চলিতেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমানব প্রতিভাস্বীয় জীবদ্দশায় যাহারা ক্ষত্রপ্রতিবাদিতা প্রায় ভঞ্জন করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল। যে ব্রাহ্মণ্য শক্তি জৈন ও বৌদ্ধ উপপ্লাবনে ভারতের কর্মক্ষেত্র হইতে প্রায় অপসৃত

হইয়াছিল, অথবা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছিল, যাহা মিহির কুলাদির ভারতাধিকার হইতে কিছুকাল প্রাণপণে পূর্ব প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এবং ওই প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মধ্য এশিয়া হইতে সমাগত ক্রুরকর্মা বর্বর বাহিনীর পদানত হইয়া, তাহাদের বীভৎস রীতিনীতি স্বদেশে স্থাপন করিয়া, বিদ্যাবিহীন বর্বর ভুলাইবার সোজা পথ মন্ত্র-তন্ত্র মাত্র আশ্রয় হইয়া এবং তজ্জন্য নিজে সর্বতোভাবে হতবিদ্যা, হতবীর্য, হতাচার হইয়া আর্যাবর্তকে একটি প্রকাণ্ড বাম বীভৎস ও বর্বরাচারের আবর্তে পরিণত করিয়াছিল। এবং যাহা কুসংস্কার ও অনাচারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সারহীন ও অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পশ্চিম হইতে সমুত্থিত মুসলমানাক্রমণ রূপ প্রবল বায়ুর স্পর্শমাত্রেই তাহা শতধা ভগ্ন হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইল। পুনর্বার কখনও উঠিবে কি কে জানে?

মুসলমান রাজত্বে অপর দিকে পৌরোহিত্য শক্তির প্রাদুর্ভাব অসম্ভব। হজরত মহম্মদ সর্বতো ভাবে ওই শক্তির বিপক্ষ ছিলেন, যথাসম্ভব ওই শক্তির একান্ত বিনাশের জন্য নিয়মাদি করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বে রাজাই স্বয়ং প্রধান পুরোহিত, তিনিই ধর্মগুরু, এবং সম্রাট হইলে প্রায়ই সমস্ত মুসলমান জগতের নেতা হইবার আশা রাখেন। য়াঙুদী বা ঈশাহী মুসলমানের নিকট সম্যক ঘৃণ্য নহে। তাহারা অল্পবিশ্বাসী মাত্র। কিন্তু কাফের মূর্তি পুজাকারী হিন্দু এ জীবনে বলিদান ও অন্তে অনন্ত নরকের ভাগী। সেই কাফেরের ধর্মগুরুদিগকে পুরোহিত বর্গেকে দয়া করিয়া কোনও প্রকারে জীবনধারণ করিতে আজ্ঞামাত্র মুসলমান রাজা দিতে পারেন, তাহাও কখনও কখনও নতুন রাজার ধর্মানুরাগ একটু বৃদ্ধি হইলেই কাফের হত্যারূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন।

একদিকে রাজশক্তি ভিন্নধর্মী ভিন্নাচারী প্রবল রাজগণে সঞ্চারিত অপর দিকে পৌরোহিত্যশক্তি সমাজ-শাসনাধিকার হইতে সর্বতোভাবে বিচ্যুত। মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের স্থানে কোরানোক্ত দন্ডনীতি, সংস্কৃত ভাষার স্থানে পারসী আরবী। সংস্কৃত ভাষা বিজিত ঘৃণিত হিন্দুদের ধর্মমাত্র প্রয়োজন রহিল, অতএব পুরোহিতের হস্তে যথাকথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করিতে লাগিল, আর ব্রাহ্মণশক্তি বিবাহাদি-রীতি-নীতি-পরিচালনেই আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে রহিল তাহাও যতক্ষণ মুসলমান রাজার দয়া।

বৈদিক ও তাহার সন্নিহিত উত্তরকালে পৌরহিত্যশক্তির পেষণে রাজশক্তির স্ফূর্তি হয় নাই। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিয়াছি। বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিনাশ ও মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন, এই দুই কালের মধ্যে রাজপুত জাতির দ্বারা রাজশক্তির পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহারও কারণ পৌরোহিত্যশক্তির নবজীবনের চেষ্টা।

পদদলিত পৌরোহিত্যশক্তি মুসলমান রাজা বহু পরিমাণে মৌর্য, গুপ্ত, অব্ধ্র, ক্ষাত্রপাদি সম্রাটবর্গের গৌরবশ্রী পুনরুদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই প্রকারে কুমারিল্ল হইতে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজাদি পরিচালিত, রাজপুতাদিবাহু, জৈনবৌদ্ধরুধিরাক্তকলেবর, পুনরভ্যুত্থানেচ্ছু ভারতের পৌরোহিত্যশক্তি মুসলমানাধিকার যুগে চিরদিনের মতো প্রসুপ্ত রহিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ যুগে কেবল রাজায় রাজায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে গরলগাছা জমিদার বাড়ির পুজোয় বলি বন্ধ হয়ে গেল চিরতরে

নির্মল গোস্বামী

পুজো শুরুর সপ্তাহ খানেক আগে দেখি যে পার্থ দুর্গা প্রতিমার ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে লিখেছে 'গরলগাছা' জমিদার বাড়ির পুজোর আড়ম্বর কমলেও ঐতিহ্যের এতটুকু হেরফের হয়নি। বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে ২৫ বছর আগের পরিচিত পার্থরাই গরলগাছার জমিদারদের বংশধর। সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করি পুজোর মধ্যে একদিন যাওয়ার। পার্থর আর এক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে নবমীর দিন সকালে হুগলির চন্ডীতলার গরলগাছার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ২ নং জাতীয় সড়ক থেকে বামদিকে বেঁকে চন্ডীতলার পথ। রেল ওভার ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে মিনিট পাঁচেক যাওয়ার পর গরলগাছা উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে আরও মিনিট দুয়েক গেলে মেন রাস্তার বাম দিকে পড়ল গরলগাছার জমিদার বাড়ি। ''বাবুদের বাড়ি'' বোর্ড ঝোলানো।

তখন আরতি শুরু হয়েছে। একচালা প্রতিমা। ডাকের সাজ। আর পাঁচটা বাড়ির পুজোর প্রতিমার মতোই। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের নিষ্ঠা চোখে পড়ার মতো।

কথায় কথায় পার্থর কাছে জানা গেল ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বারিকা নাথ মুখোপাধ্যায় এই পুজো শুরু করেন। সেই হিসাবে এবছর ২৫০ বছরের পা দিল এই পুজো। ফোর্ট উইলিয়ামের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন দ্বারিকা নাথ মুখোপাধ্যায়। তিনিই গরলগাছার জমিদারির পত্তন করেন। তখনকার দিনের পুজোর জৌলুসই ছিল আলাদা। আশপাশের ৭ গ্রামের লোকেরা পুজোর চার দিন পাত পেড়ে ভোগ খেত।

বর্তমানে এই বিশাল বাড়িতে কেউই বাস করেন না। কিছু অংশে জবর দখলকারিরা রয়ে গেছেন। ঠাকুরবাড়ির অংশটা মেরামত হয়, ঝাড় পোঁচ পড়ে প্রতি বছর পুজোর সময়। বাকি ভিতর মহলে ১০০

কক্ষ টিকে আছে কিন্তু জীর্ণ ভগ্ন প্রায়। জমিদারি তো কবেই গিয়েছে। বাকি বিষয় আশয় থেকেও কোনও আয় নেই। শরিকরা সব বাইরে থাকেন। নিজেদের খরচে তাঁরাই পুজো চালাচ্ছেন একটানা।

দ্বারিকা নাথের বংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র নাথ, হরিহর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। পুত্র প্রপুত্র ইত্যাদির ধারা বেয়ে হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিঃসন্তান হলে বোন শৈবালিনীর ছেলে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পত্তি দিয়ে যান। সেই থেকে জমিদারের পদবী পরিবর্তন হল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের তিন ছেলে পঞ্চানন্দ, উমানন্দ ও সদানন্দ। পঞ্চানন্দের ছেলে ডাঃ প্রভাত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সি আর পি'র ডাক্তার ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় তিনি কাজ করেছেন। তাঁরই ছেলে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান বংশধর। তিনবছর ছাড়া পালা পড়ে পুজোর।

পরিবারের মুখে শোনা কথা যে এই গরলগাছার জমিদার বাড়িতে রামপ্রসাদের পদচিহ্ন পড়েছিল। কিন্তু তার সাল তারিখ সহ কোনও নথি নেই। তারপর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এসেছিলেন এই পুজোয়। পুজোবাড়ি ঘুরিয়ে তাঁকে বিশ্রামের জন্য সরস্বতী নদীর তীরে জমিদারদের শিবমন্দির, ঘাট সংলগ্ন বিশ্রাম গৃহে রাখা হয়।

একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন পুজো কেমন দেখলেন। ঠাকুর বলেন সব ভাল তবে চাতালে হাঁড়িকাঠটা যেন বেমানান। ঠাকুরের এই ইঙ্গিত বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয়নি। তার পর থেকে গরলগাছার জমিদার বাড়ির পুজোয় বলি বন্ধ হয় চিরতরে। এই হুগলি জেলায় দুটো বিখ্যাত রথের মেলা হয়। একটা মাহেশের রথ। আর একটা চন্ডিতলার রথ। গরলগাছা জমিদারদের চন্ডিতলার রথের বয়স হল ১৮০ বছর।

প্রসাদ খাওয়ার সময় পার্থ জানাল সেই ২৫০ বছর ধরে এই পদের ভোগ দেওয়া হয়। কোনও পরিবর্তন হয়নি। সুস্বাদু খিচুড়ি ভোগ, ভাত, শুক্তো, বিভিন্ন ভাজা, মাছের তরকারি সহযোগে খেয়ে ভীষণ তৃপ্তি হল। বিকেলে ঢাক বাজানোর প্রতিযোগিতা। পার্থর অনুরোধে দুটি প্রতিযোগীর বাজনা শুনে আমরা রওনা হলাম বাড়ির পথে। ২৫০ বছরের ইতিহাসের গর্ভে কয়েক ঘন্টা কাটানোর ঘোর এবং বনেদি সৌজন্যের মুগ্ধতা সারা প্রাণমন জুড়ে তখনও বিরাজ করছে।

মমতাদির জানা উচিত, এই শহরের দুই টপ মাস্তান মাইক আর হর্ন

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

কাছে পিঠে কোথায় যেন দড়াম করে একটা বিকট শব্দ হতেই জগা প্রায় হকচকিয়ে উঠল। তার হাতের চায়ের কাপ থেকে খানিকটা চা ছলকে পড়ে গেল।

জগা ভুরু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলল— দাদা, কান্ডটা দেখলে? পুলিশ প্রশাসন বারবার বলে দিয়েছে সিক্সটি ফাইভ ডেসিবেলের উর্দ্ধে যেন শব্দবাজি ফাটানো না হয়, অথচ বাজি বিক্রেতা বা ক্রেতা কেউই এসব তোয়াক্কা করে না। সাত-সক্কালে এমন কানে তালা ধরানো বাজি ফাটাচ্ছে ছেলে ছোকরারা, অথচ প্রশাসন নিশ্চুপ।

আমি মুচকি হেসে বললাম— তাতে কি হয়েছে? পুজোর দিনে পোলাপান মানুষরাতো বাজি ফাটাবেই?

জগা বিস্ময়ের সঙ্গে বলল— সে কি দাদা! তুমি এসব অনৈতিক কাজ সমর্থন করছো? শব্দদূষণকে তুমি তোল্লাই দিচ্ছ?

আমি বললাম— শব্দদূষণকে

আমি সমর্থন করছি না রে জগা। আমি শব্দদূষণের ঘোর বিরোধী। কিন্তু জগা, তুই উৎসবের সঙ্গে শব্দদূষণের তুলনাটা গুলিয়ে ফেলেছিস। জগার মুখটা হাঁ হয়ে গেল। ও বলল—তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না দাদা।

আমি বললাম— আসলে কি জানিস, আমাদের দেশের আমলারা হচ্ছে অত্যন্ত কুচক্রী। পৃথিবীতে এমন কুচক্রী আমলা আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ভারতের এই আমলারা একটা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। তা হচ্ছে— 'গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া।''

জগার মুখটা আরও যেন বিস্তৃত হয়ে গেল। মুখটা হাঁ করে জগা বলল— মানে?

—মানে খুব সোজা রে জগা, তুই দেখ, সারা বছর আমাদের শহর এবং শহরতলিতে হাজার হাজার গাড়ির যে পরিমাণ হর্ন আমাদের সহ্য করতে হয়, তা পৃথিবীর অন্য কোনও সুসভ্য দেশ ভাবতেও পারবে না। এমনকি ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এত হর্ন কেউ দেন না। একমাত্র কলকাতা হচ্ছে এই অসভ্য শব্দদূষণের পীঠস্থান। এখানে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িও ক্রমাগত হর্ন দিতে থাকে। গাড়ির যারা ড্রাইভার তারা যেমন অসভ্যতামি করে যায়, তেমনি গাড়ির ভেতর বসে থাকা মালিকও সেই অসভ্যতামিকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন।

জগা অধৈর্য্য হয়ে বলল— গাড়ির হর্নের সাথে শব্দ বাজির ফারাকটা তো বুঝতে পারছি না?

—ফারাক খুব সোজা! পৃথিবীর সুসভ্য দেশে সারা বছর কঠোরভাবে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু ওসব দেশে উৎসবের সময় শব্দবাজি ফাটানোর ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকে না। কারণ বছরে একদিন শব্দবাজি মানুষ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধা করেন না। আর এদেশে, বিশেষ করে কলকাতায় সারা বছর গাড়ির হর্নে মানুষেরা অতিষ্ঠ থাকেন, আর উৎসবের দিনে তখন শব্দবাজির ওপর কোপ পড়ে। পুলিশের পদস্থ কর্তারা সুন্দরী নায়িকাদের নিয়ে শব্দবাজির বিরুদ্ধে পথ পরিক্রমায় বের হন। খবরের কাগজে তার ছবি ছাপা হয়। অথচ সারা বছর শব্দদূষণের অত্যাচার বন্ধ করার সময় এইসব পুলিশের পদস্থ কর্তাদের কেন দেখা যায় না, তা অতীব রহস্য।

তুই কি জানিস জগা, লেখক শংকর একবার ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়েছেন। তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দুদিন বাদে হঠাৎ শংকর তাঁর আত্মীয়কে বললেন, আমার বোধহয় কানটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আত্মীয় বললেন— হঠাৎ তোমার এমন ভাবার কারণ?

শংকর বললেন— আমি দুদিন যাবৎ কোনও হর্ন শুনতে পাচ্ছি না। রাস্তায় কোনও কোলাহল নেই।

আত্মীয় হেসে বললেন— এখানে কেউ 'বিপদে' না পরলে হর্ন দেন না। এদেশের মানুষ শব্দদূষণ সম্পর্কে খুব ওয়াকিবহাল। শব্দদূষণ এখানে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সুতরাং তোমার কান ঠিকই আছে। আসলে তুমি ইন্ডিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সকে গুলিয়ে ফেলেছো।

বুঝলি জগা, এই হচ্ছে সুসভ্য দেশ আর কলকাতার পার্থক্য। চিনে নিজের বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে ছোটোখাটো কাজে কোনও গাড়ির মালিক তাঁর গাড়ি চালাতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে তাকে সরকারি পরিবহণ ব্যবহার করতে হবে। বায়ুদূষণ এবং শব্দদূষণ রোধ করতে সেখানে এই নিয়ম করা আছে। সিঙ্গাপুরে সপ্তাহে দুদিন ব্যক্তিগত গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ।

আরও শোন জগা, রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সুহিতানন্দ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তার এক বন্ধু আমেরিকাতে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাননি। কারণ তিনি যখন প্র্যাকটিক্যাল দিচ্ছিলেন, তখন একটা ক্রশিং-এ তিনি পরে এলেও অন্যদিকের গাড়ির ড্রাইভার তাঁকে যেতে ইশারা করায় তিনি গাড়ি চালান। পরীক্ষক বললেন— তিনি আপনাকে সুযোগ দিলেও আপনার উচিত ছিল তাঁকে আগে যেতে দেওয়া। বোঝ জগা, যে দেশে গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে গেলে পরীক্ষায় পাশ করার ক্ষেত্রে 'ভদ্রতা'কে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় সে দেশে 'হর্ন' দূষণ কীভাবে কঠোরতার সাথে নিষিদ্ধ করা হয়, তা ভেবে দ্যাখ। আমেরিকাতে গৃহস্থ পাড়ায় কোনও ডাক্তারের চেম্বার খুলতে দেওয়া হয় না। কারণ, তাহলেই রোগীরা গাড়ি নিয়ে উৎপাত করবে, বায়ুদূষণ হবে, সেই সঙ্গে শব্দ দূষণও ঘটবে। হর্ন দেওয়ার সময় আমরা একবারও ভাবি না যে কোনও শিশু বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কীভাবে অসুস্থ হয়। এদেশে 'হর্ন' দেওয়া একটা মানসিক রোগ। সেকেন্ডে সেকেন্ডে গাড়ির ড্রাইভাররা হর্ন দিতে থাকেন। গাড়ির লাইসেন্স এই শহরে টাকা দিলেই পাওয়া যায়, ফলে অসভ্য অসাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন ড্রাইভাররা যে কথায় কথায় হর্ন দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? তার ওপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারদোৎসবের বিশ্বায়ন করতে যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তাতে একটা প্রচলিত বাক্য মনে পড়ে,—'পাগলা সাঁকো নাড়াস নে।'

জগার মুখ আবার স্ফীত হলো। বলল— তার মানে। মানে খুব সোজারে। কলকাতায় এমনিতেই একাধিক ক্লাব (মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়) মহালয়া থেকে পুজো উদ্বোধন করে। সেই সঙ্গে তারস্বরে মাইক বাজায়। তারা একবারও মানুষের কথা ভাবে না। এইবার সরকারিভাবে মহালয়া থেকে পুজোকে বিশ্বায়ন করার উদ্যোগের ফলে মাইকের শব্দ খুল্লাম-খুল্লা হবে। সারা শহরে শব্দদূষণ হবে সরকারি মদতে। মুখ্যমন্ত্রী যদি শব্দদূষণের বিরুদ্ধে লাগাম না টানেন, তবে তাঁকে একদিন এর জন্য খেসারত দিতে হবে।

আজ থেকে বছর চারেক আগে তাঁর কাট আউট সামনে রেখে সারা শহরে কলকাতা পুলিশ শব্দদূষণের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন করেছিল। বিজ্ঞাপনে কত কোটি টাকা খরচ হয়েছে, তা জানিনা। তবে বিজ্ঞাপনে সামান্য কাজও হয়নি। মাইক আর গাড়ির হর্ন এ শহরের সবচেয়ে বড় মাস্তান।

আমরা জানি মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ক্লাবগুলো বিপুল ব্যয়ে বড় বড় পুজো করবে। প্রতিযোগিতা হবে। রেড রোডে তারা ভিড় জমাবে। কিন্তু যদি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাইক চালাবেন না, বা একদম আস্তে চালাবেন, আর 'বিপদে' না পরলে হর্ন দেবেন না, তখন দেখবেন মমতাদি, আপনাকে তাঁরা ছিঁটেফোঁটা সম্মানও দেবে না। এটাই বাস্তব।

শারদোৎসবের বিশ্বায়ন নয়, বরং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আপনি বিশ্বের দরবারে অন্ততঃ কলকাতাকে শব্দ দূষণ মুক্ত শহরে পরিণত করে দেখান। কিছু সভ্য-ভব্য মানুষ আপনার সঙ্গে অবশ্যই থাকবে।

এবারের বৃষ্টিস্নাত দুর্গাপুজো ও কিছু কথা

সব্যসাচী সান্যাল

মা দুর্গার আন্তরিক বাসনা না থাকলেও রাজ্যের নেতা মন্ত্রীদের আর কর্পোরেট স্পনসরদের সৌজন্যে উদ্বোধন নামে নতুন এক ধরণের সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে এবার দ্বিতীয়ার দিন থেকে মর্তবাসীদের

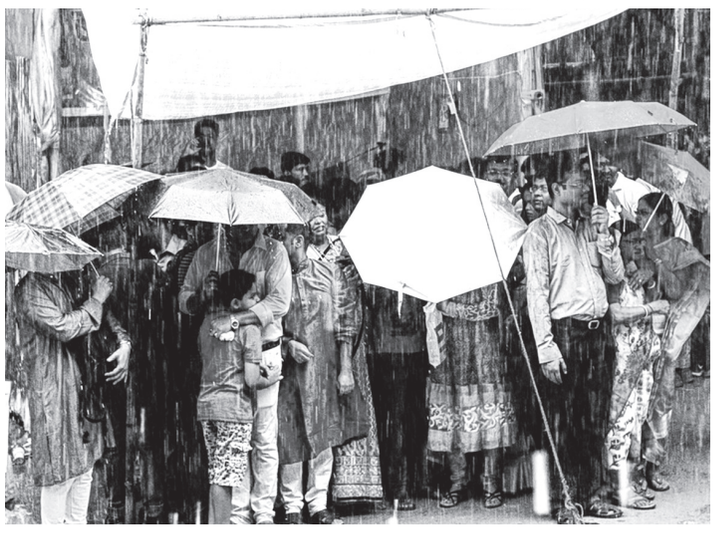

প্রতিমা দর্শনের সুযোগ ঘটেছে। সপ্তমী থেকে নবমী বৃষ্টির সন্ধ্যায় ছাতা মাথায় প্রতিমা দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছিল কলকাতার রাজপথে আর নামী দামি জাঁকজমকপূর্ণ পুজোমন্ডপ চত্বরে। রাজ্য সরকার দুর্গা পুজোকে সারা বিশ্বের দরবারে যে ভাবে মেলে ধরার চেষ্টা করছে তাতে আগামীবার কলকাতার নামী দামি পুজো মন্ডপগুলিতে হয়তো সাহেব মেমসাহেবদের দর্শনার্থী হিসাবে দেখা মিলবে।

এমনিতে রাজ্যের বেহাল অবস্থা। কোনও নতুন শিল্প হচ্ছে না। নিদেনপক্ষে গত পাঁচ বছরে একটা স্কুল মাস্টারিও জোটেনি। সেখানে পুজোটাকে নানা ছুতোয় একটু বিলম্বিত না করলে কর্মহীন যুব সমাজের সময় কাটবে কি করে? এখন অবশ্য কর্পোরেট জগতের পণ্য বিপনণের সুযোগ গৌরী সেনের দেওয়া অর্থের মতো জেলা শহরগুলোতে এসে পৌঁছেছে। যেমন কল্যাণীর আইটিআই মোড়ে লুমিনাস ক্লাবের পুজোর আর্থিক বাজেটে, জাঁকজমক আর বৈচিত্রে কলকাতার অনেক নামকরা প্রাইজ পাওয়া পুজোগুলোকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। চিরাচরিত প্রথা মেনে বিজয়া দশমীর দিন কল্যাণীর বেশিরভাগ প্রতিমা সুশৃঙ্খল ভাবে নিরঞ্জন হয়েছে যা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও পুর কর্তৃপক্ষের অনেক দুশ্চিন্তার লাঘব করেছে। প্রচারের আলো সেভাবে না পড়ার জন্য আমরা কলকাতার গঙ্গাঘাটের বিসর্জন নিয়ে যে ভাবে মাতামাতি করি কল্যাণীর প্রতিমা নিরঞ্জন যে কোনও অংশে কম নয় তা আমাদের অনেকের অজানা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজার হাজার দর্শনার্থীদের রাস্তার দুই পাশে প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা দেখার কৌতুহল দৃশ্য লক্ষ্য করার মতো।

উপরি হিসাবে পাওয়া গেল ফেলে আসা ছেলেবেলার দশমীর দিন বিসর্জনের নৃত্যের স্মৃতি। বি-১১ সার্বজনীন দুর্গাপুজোর বিভিন্ন বয়সী ছেলে মেয়েদের মাইকে গানের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের মধ্যে শালীনতা বজায় রেখে বির্সজনের সময় আন্তরিক উদ্দাম নৃত্য। ফেলে আসা পুজোর নানা টুকরো স্মৃতি মনে পড়ে গেল। নবমীর দিন মালিপাড়া গ্রামে ঐতিহ্যপূর্ণ মুখার্জিদের ৬০০ বছর ধরে চলে আসা দুর্গাপুজোয় উপস্থিত থাকার স্মৃতি আজও থেকে গিয়েছে। হাওড়া বর্ধমান মেন লাইনে তালান্ডু স্টেশন থেকে নেমে রাস্তার দুধারে বৃষ্টিস্নাত ধানগাছ দেখতে দেখতে আর মুক্ত বাতাস আস্বাদন করতে করতে ২০ মিনিটের মতো পথ পায়ে হেঁটে প্রকৃতির চারপাশের শোভা উপভোগ করতে করতে মালিপাড়া গ্রামে নবমীর দিন ৬০০ বছরের ঐতিহ্যপুর্ণ মুখার্জী পরিবারের দুর্গাপুজো দর্শন করতে হাজির হয়েছিলাম। এখানে মা দুর্গা বুড়িমা বলে খ্যাত। ষষ্ঠীর দিন কলাবউ স্নান করানো থেকে সারা গ্রামের ঠিকানা হয় বুড়ি মায়ের পুজো মন্ডপ। গ্রামে একটাই পুজো।

মুখার্জী পরিবারের দেশ বিদেশে ছড়িয়ে থাকা বংশধরেরা ষষ্ঠীর দিন থেকে মালিপাড়া গ্রামে জড়ো হতে শুরু করেন। প্রাচীনদের কাছ থেকে এই পুজোর নানা অলৌকিক ঘটনার কথা জানা গেল। সব থেকে আশ্চর্য লাগে যখন দেখি বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বংশানুক্রমে ঢাকিরা পুজো উপলক্ষ্যে ঝড়, বৃষ্টি মাথায় করে পুজোমন্ডপে হাজির হয়। এখানে পুজোর সময় ঢাক ছাড়া অন্য কোনও বাজনা বাজানো নিষিদ্ধ। দীর্ঘদিনের চলে আসা প্রথা অনুযায়ী নবমীর দিন প্রথমে মানত করা এক ছাগ শিশু বলি হয়।

তারপর চালকুমড়ো আর আঁখ বলি। নবমীর দিন শুদ্ধাচারে পুষ্পাঞ্জলি ও মায়ের অধিবাস দর্শন মনে প্রশান্তি এনে দেয়। সব থেকে অবাক করে দেয় গ্রামের এক হাজারের উপর মানুষের অষ্টমী আর নবমীর দিন একত্রে পঙক্তি ভোজন। যা প্রায় সারা বাংলায় দেখা যায় না। পুজোর কৌলিন্য কলকাতার বিখ্যাত রাজবাড়িগুলোর তুলনায় কোনও অংশে কম নয়।

কিন্তু এই ঐতিহ্যপূর্ণ পুজো প্রচারের আলোতে সেভাবে কোনও দিন আসেনি। পরিশেষে গ্রামের মানুষের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে আগামীবার আবার আসার সংকল্প নিয়ে পুজোর হাজারো ঘটনার ভিড়ের মধ্যে মালিপাড়া গ্রামের নবমীর দুর্গা পুজোর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে ফেরার পথে পা বাড়ালাম।

বীরভূম এক্সপ্রেস

রাজস্থানে ধৃত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি ও রামভদ্রপুর : গত ১৬ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের বৈশালী থানার পুলিশ আজমির থেকে গ্রেফতার করে বীরভূম জেলায় আলোড়ন তোলা নাবালিকা ছাত্রী ধর্ষণ এবং খুনে অভিযুক্ত আলম শেখকে। ট্রানজিট রিমান্ডে আনার সময় শিয়ালদহ–আজমির এক্সপ্রেসের বাথরুমের জানলা ভেঙে কানপুর স্টেশনে পালানোর চেষ্টা করে সে। ট্রেনের গতি কম থাকায় আলম ও সিআইডি অফিসার চলন্তাবস্থায় ঝাঁপানোয় জখম হয় দুইজন। তাদের চিকিৎসা হয় এলাহাবাদে। বীরভূম জেলার সিআইডি অফিসার প্রশান্ত নন্দীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল রাজস্থান থেকে ধরে আলমকে। ওখানে আলম কাজ করত। ২০ সেপ্টেম্বর বীরভূমের সিউড়ি বিশেষ আদালতের বিচারক মহানন্দ দাস এজলাসে তোলা হলে ৯ দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

২০১৬ সালের ৩ জুন রাত আড়াইটে নাগাদ ঠাকুমার পাশে শুয়ে থাকার সময় বাসোয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে তুলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। দূরের মাঠের কুঁড়ে ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হলে পুলিশ কুকুর আনার দাবিতে মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। ৯ ঘন্টা অবরোধের পর বহরমপুর থেকে পুলিশ কুকুর আনায় মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তদন্ত শুরু করে সিআইডি। একটি ফসলের জমিতে থাকা সাবমার্সিবল ঝুপড়ির মধ্যে অর্ধনগ্ন মৃতদেহের মুখে নিম্নাঙ্গে চট গোঁজা ছিল। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে পুলিশ কুকুর। বিধায়ক মিল্টন রশিদ ও মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় রামভদ্রপুর গ্রামে নাবালিকার পরিবারের সাথে কথা বলে গিয়েছিলেন। গত ২৭ জুন তারাপীঠ থানায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ দেখায় নাবালিকার বাবা, মা সহ দুই শতাধিক গ্রামবাসী। আলমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ গ্রেফতার করে নিহত নাবালিকার জেঠু সমীর মাল, দুই শাগরেদ নিমাই ও বাচ্চু মালকে। ২২ সেপ্টেম্বর সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ৬ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। জেঠু সমীর মাল এই ন্যাক্কারজনক কাজটি করিয়েছে।

হাতি হানায় মৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিলাতী পঞ্চায়েতের গোলকুঠি গ্রামে দাঁতাল হাতির হানায় মারা গেল এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম শেখ সেলিম। মাঠে চাষ করার সময় হাতির আক্রমণে মারা যায় সে। এর আগে হাতিটি প্রচুর জমির ধান নষ্ট করে দেয়।

ছাত্রীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিলপাড়া জলাধারে ছাত্রীর দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ালো। মৃতের নাম পূজা ঘোষ। বাড়ি হাসনাবাদ গ্রামে। সিউড়ি মহাবিদ্যালয়ের তৃতীয়বর্ষের ছাত্রী। তিলপাড়ায় মামার ছেলেকে টিউশনি পড়াতে গিয়েছিল। দুপুর দেড়টা নাগাদ দমকল মৃতদেহ উদ্ধার করে। সিউড়ি সদর হাসপাতালে দেহ থাকার খবর পেয়ে বাড়ির লোকজন গিয়ে দেহ শনাক্ত করে। পূজার মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ এলাকা।

উল্লেখ্য, এর আগে ২২ মার্চ ২০১৪ স্নান করতে গিয়ে তিলপাড়া জলাধারে তলিয়ে গিয়েছিল কুড়মুন গ্রামের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র অভীক মন্ডল। ঠিক আড়াই বছর পর পূজার মৃত্যু জলাধারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল।

বাস সংঘর্ষে জখম আট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার পাঁচড়া মোড়ে দুটি বাসের সংঘর্ষে জখম হয় আটজন। দুবরাজপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয় তাদের। পাঁচড়া মোড়ে কীর্ণাহার–আসানসোল রুটের বেসরকারি বাসকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে কুন্ডহিত–আসানসোল রুটের অন্য একটি বেসরকারি বাস।

ডেঙ্গুতে ছাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল এক ছাত্রী। মৃতের নাম রিনা খাতুন (২১)। বাড়ি নলহাটি এলাকায়। কয়েকদিনের জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সেখানেই সে মারা যায়। এছাড়াও রাজনগরে চারজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি।

স্বামী খুনে বেপাত্তা প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রেমিকের সাহায্যে স্বামীকে খুন করল স্ত্রী। বীরভূমের গোহারা গ্রামের ঘটনা। স্বামী আনোয়ার শেখকে গলায় গামছা দিয়ে খুন করে স্ত্রী ও প্রেমিক মিলটন শেখ। আনোয়ারের দুটি সন্তান আছে।

প্রতীক্ষার অবসান

অভীক মিত্র : প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বীরভূম জেলায় ছুটলো বৈদ্যুতিন ট্রেন। ২৯ সেপ্টেম্বর রামপুরহাট থেকে খানা জংশন হয়ে হাওড়া পর্যন্ত বৈদ্যুতিন ট্রেন চালু হল। ১ অক্টোবর সাঁইথিয়া অন্ডাল রেলপথে চালু হল বৈদ্যুতিন ট্রেন। ময়ূরাক্ষী ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার, হুল এক্সপ্রেসকে চালানো হচ্ছে এখন। আমোদপুর থেকে কাটোয়া পর্যন্ত বড়ো লাইনের কাজ চলছে জোরকদমে। এছাড়াও ১ অক্টোবর থেকে হাওড়া–সিউড়ি 'হুল' এক্সপ্রেসকে 'সুপারফাস্ট' করা হয়েছে।

২১ সেপ্টেম্বর হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএম প্রবোধকুমার আচার্য সহ আধিকারিকরা সাঁইথিয়া রেলসেতু পরিদর্শন করেন। বর্ধমান–সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে চালু হয় বৈদ্যুতিন ট্রেন। ২৯ সেপ্টেম্বর হাওড়া রামপুরহাট এক্সপ্রেস যাত্রার মাধ্যমে সূচনা হল। সাঁইথিয়া প্রাচীন রেলসেতুর উচ্চতা কম থাকায় সেতুর নিচে বিশেষ ব্যবস্থা করে বিদ্যুতের তার লাগানো হয়। ডিআরএম–এর অনুমতি না মেলায় বৈদ্যুতিন তার লাগানো হয়নি। অন্ডাল–সাঁইথিয়া বৈদ্যুতিন লাইন চালু হলেও আরও বেশি ট্রেন চালানোর দাবি জানিয়েছে এই রুটের যাত্রীরা। ৬ অক্টোবর সিউড়িগামী 'হুল' এক্সপ্রেস চিনপাই স্টেশনে দাঁড়ায়। ছোট স্টেশন হওয়ায় কাজোড়া গ্রাম, ভীমগড় স্টেশনের বাইরে থাকে ময়ূরাক্ষী ট্রেনের বেশ কিছু কামরা। প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অন্ডাল–সাঁইথিয়া, হাওড়া–রামপুরহাট বৈদ্যুতিক লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হল।

বহু দিনের এই দাবি মেটায় বীরভূমের মানুষ যথার্থই খুশি। রেলযাত্রী সমিতির কর্তাব্যক্তিরা বহুদিন ধরেই এই দাবি জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে রেল কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় প্রতীক্ষার অবসান হল। রেলযাত্রীরা জানান, এর ফলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। বিশেষ করে অসুস্থ বীরভূম যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসতে বেশি সময় ও ঝামেলা পোয়াতে হত। তারা রেল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে নিজেদের খুশির কথা জানিয়েছেন। এমনকি পড়ুয়াদেরও এতে সুবিধা হবে বলে রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

বংশানুক্রমিক পেশা হলেও আজ ঢাক বাজিয়ে পেট ভরেনা ঢাকি সম্প্রদায়ের

মলয় সুর

বর্ধমান জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের ঢাকিরা সারা জীবন ঢাক বাজিয়ে অল্প কিছু টাকা আর ভুরি ভুরি প্রশংসা পেলেও এদের জীবনে এতটুকুও স্বচ্ছলতা ফেরেনি। বাঙালির মহা উৎসবের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার ঢাকিরা। এদের ঢাকের শব্দে পুজোর দিনগুলি আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। ঢাকের শব্দ ছাড়া পুজোর কথা ভাবতেই পারা যায় না। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ঢাকিদের মধ্যে বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার ঢাকিদের এক সময় কদর ছিল। কারণ এই জেলার কিছু ঢাকি বর্তমান রাজ্য সরকারের বেশ কিছু অনুষ্ঠান করেছিলেন। এরপর থেকে সারা রাজ্য জুড়ে এদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তবে আজ অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এখানকার ঢাকিরা। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ঢাকি বয়সজনিত কারণে শারীরিক ভাবে অসুস্থ। শারীরিক অক্ষমতার জন্য এঁরা আর ঢাক বাজাতে পারেন না। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ঢাকি আর্থিক অনটনের কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। ফলে বর্তমান প্রজন্মের ছেলেরা এই পেশার প্রতি আর ততটা আগ্রহী নয়, যতটা তাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন।

বর্ধমানের রায়নার অমিত দাস পুজোর মরশুমে ঢাক নিয়ে শহরে চলে আসেন। সে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। আর্থিক সংকটের দরুণ কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। সে অন্য সময় মাছের ব্যবসা করে। অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার অন্তর্গত আকুই গ্রামের বাসিন্দা নারায়ণ রুইদাস বংশপরম্পরায় এই পেশায় আছেন। তার দুই ছেলে স্বপন ও ভাদু রুইদাস ঢাক বাজান। আবার সারা বছর খেতে চাষের কাজ করেন। তবে বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। এটা সকলেই স্বীকার করেন। ঢাকের বদলে মন্ডপে সিডি বা ক্যাসেটের বাড় বাড়ন্তে তাঁদের পূর্বপুরুষের এই পেশায় ভাঁটা পড়ার উপক্রম হয়েছে। তাই আগের মতো সেভাবে তাঁরা ডাক পাচ্ছেন না।

সারা বছর অপেক্ষার পর ঢাক বাজানোর জন্য যে সমস্ত বারোয়ারি বা বনেদি বাড়ির পুজোয় তারা ডাক পেয়ে থাকেন তার প্রাপ্ত টাকার ভাগ বাটোয়ারা করে যা মেলে তা নিয়ে দু থেকে তিন মাসের বেশি সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে এক অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছেন এখনকার ঢাকিরা। সংসার খরচ জোগাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে তাদের। তাই ঢাক বাজিয়ে শ্রোতাদের প্রশংসায় মন ভরলেও পেট ভরে না। কারণ প্রতিটি দিনই এদের লড়াই করে বাঁচতে হচ্ছে। এখনকার এমন অনেক ঢাকি আছেন যাঁরা তাঁদের পূর্ব পুরুষদের এই পেশা ছাড়ার জন্য এক পা বাড়িয়ে রেখেছেন। যা কয়েক দশক আগে এঁরা ভাবতেই পারতেন না।

এদিকে আবার উত্তর চব্বিশ পরগনার মছলন্দপুরের গৃহবধূরা ঢাক কাঁধে নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে তারা সুখ্যাতি পান। তবে এদের দুঃখ–দুর্দশা ভবিষ্যতে আদৌ ঘুচবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে এই রাজ্যের বেশ কিছু ঢাকির। রাজ্য সরকার এঁদের দিকে দৃষ্টি না দিলে হয়তো একদিন হার মেনে বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যাবে প্রাচীন এই পেশা।

সিঙ্গুরে জমি ফেরত মমতার

রিম্পি ঘোষ: পাঁচ বছর আগে এই সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটে। আর এই সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণকে হাতিয়ার করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পাঁচ বছর আগে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করে। তাই রাজ্য–রাজনীতিতে সিঙ্গুরের অবস্থান

খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্যই ছিল সিঙ্গুরে চাষিদের তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া। সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় সিঙ্গুরে অধিগৃহীত সব জমি চাষিদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সেই রায় মেনেই সিঙ্গুরে জমি ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তারই ফলস্বরূপ সিঙ্গুরের গোপালনগর মৌজায় আনুষ্ঠানিকভাবে চাষিদের হাতে জমির স্বত্ব তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান সূত্রে জানা যায়, ওইদিন প্রায় ২৯৮টি প্লটের প্রায় ১০৩ একর জমির স্বত্ব প্রদান করা হয়। সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানার জন্য গোপালনগর, বেড়াবেরি, খাসেরভেড়ি, বাজেমেলিয়া ও একটি কৃত্রিম পুকুর সহ পাঁচটি মৌজার জমি অধিগৃহীত হয়েছিল। ইতিমধ্যে প্রায় ১০,৪৩৬ জনকে জমির পরচা ও প্রায় ৪,৪৪৩ জনকে চেক প্রদান করা হয়েছে।

সিঙ্গুরের মোট ৯৯৭.১১ একর জমির মধ্যে প্রায় ৯৩১ একর জমি বন্টনযোগ্য করে তোলা হয়েছে। জমির স্বত্ব বিলির পাশাপাশি প্রায় ৫৬ টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। এছারা প্রায় ৪৩ কি.মি. দীর্ঘ পুরোনো বাঁধ মেরামতি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আদালত ১২ সপ্তাহ সময় দিয়েছিল জমির পরচা দেওয়ার জন্য। তার অনেক আগেই জমির পরচা দেওয়া হয়েছে। সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনের কথা মাথায় রেখে মমতা বলেন সিঙ্গুরের নামে, চাষিদের নামে একটি মনুমেন্ট নির্মাণ করা হবে। যার দুপাশে জমি আন্দোলনের শহিদ রাজকুমার ভুল ও তাপসী মালিকের ছবি থাকবে। আগামী দিনে সারা বিশ্বে রোল মডেল হয়ে উঠবে সিঙ্গুর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এখনও প্রায় ৬৫ একর জমিতে কংক্রিট ভাঙা ও কৃত্রিম পুকুর ভরাট করা বাকি রয়েছে। জমির স্বত্ব প্রদানের পাশাপাশি চাষিদের হাতে শস্যকিট অর্থাৎ চাষের সাজ–সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। যে জমিতে কংক্রিটের গাঁতনি ছিল সেই জমিতে বর্তমানে সরষে চাষ করা যেতে পারে এমনটাই জানান মমতা। চাষের সাজ–সরঞ্জাম নিয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত সেখানকার চাষিরা।

এমনই এক চাষি শম্ভু ঘোষ জানান তাঁর প্রায় পাঁচ বিঘা জমি টাটারা অধিগ্রহণ করে নেয়। জমির স্বত্ব ফেরতের পাশাপাশি আজকে সেই জমিতে চাষ করার জন্য প্রায় ১ কে.জি. সরষে বীজ ও ১ কে.জি. জৈবসার দেওয়া হয়েছে। একই বক্তব্য ঐ অঞ্চলের অন্যান্য চাষি দিবাকর ঘোষ, নবকুমার ঘোষ, হরপ্রসাদ ঘোষেরও। হরপ্রসাদ ঘোষের প্রায় ৬ বিঘা ও দিবাকর ঘোষের প্রায় ১০ বিঘা জমি টাটারা কারখানা করার জন্য নিয়ে নেয়। কিন্তু সরকার থেকে সরষে বীজ ও জৈবসার নিয়ে এখন তাঁরা জোরকদমে চাষের কাজে মন দেবেন।

এম আর রাজ্য সম্মেলন

মেহেবুবগাজি: সিটু অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের ১৬তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ডায়মন্ড হারবার রবীন্দ্রভবনে। স্থানীয় স্টেশন মোড়ে প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় সম্মেলনের। প্রতিনিধিরা শহরে একটি মিছিলও করেন। বক্তব্য রাখেন সিটুর রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী, সুজন চক্রবর্তী, রবীন দেব–সহ সংগঠনের সর্বভারতীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন শনিবার বক্তব্য রাখেন সিটুর রাজ্য সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত।

জীবনদায়ী ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি, বহুজাতিক সংস্থার আগ্রাসন, দেশীয় ওষুধ কোম্পানির রুগ্নদশা, পেশার ওপর আক্রমণসহ কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শ্রমনীতির পাশাপাশি এই পেশায় যুক্ত মানুষদের নিরাপত্তা নিয়ে সরব হন বাম নেতৃত্ব। সারা রাজ্যের ৫০০–র বেশি প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ছিলেন সংগঠনের রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব। নতুন রাজ্য কমিটির নির্বাচনের পর শেষ হয় সম্মেলন।

একের পর এক নির্বাচনে ধরাশায়ী হওয়ার পর কোণঠাসা সংগঠনকে চাঙ্গা করতে বিভিন্ন গণমাধ্যমের আঙ্গিকে বাম নেতৃত্ব নিজেদের নতুন করে গড়ে তুলতে চাইছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত সংগঠনের সম্মেলনেও তাই সেই প্রয়াস চোখে পড়েছে বারংবার।

হাওড়া এক্সপ্রেস

নেতার স্ত্রীকে হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালির জলাভূমি ভরাট করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বেশ কয়েক বছর আগেই খুন হন 'জলা জমি বাঁচাও' কমিটির নেতা তপন দত্ত। কিন্তু তাতেও মনের জ্বালা মিটছে না কিছু দুষ্কৃতীদের। তাই পুজোর মুখেই পুনরায় আক্রান্ত হল 'আমরা আক্রান্ত' সংগঠনের নেত্রী তথা তপন দত্তের স্ত্রী প্রতিমা দত্ত এবং তার দেওর দীপক দত্ত। পুজোর সময় সন্ধেবেলায় এলাকার এক দুষ্কৃতী প্রতিমা দেবীর কাছে এসে মদ ও মাংস খাবার জন্যে টাকা চান। আর প্রতিমা দেবী সেই টাকা দিতে অস্বীকার করলে দুষ্কৃতী তাকে হুমকি দিয়ে তখনকার মতো চলে যায়। কিন্তু কিছু সময় পরেই সে দলবল নিয়ে এসে প্রতিমা দেবী এবং দীপক দত্তকে হেনস্থা এবং গালিগালাজ করে হুমকি দিয়ে শাসিয়ে যায়। ফলে দত্ত পরিবার এক প্রকার প্রবল আতঙ্কেই দিন কাটাচ্ছেন। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার নিশ্চিন্দা থানা এলাকায় পশ্চিম শান্তিনগরে। এই ঘটনায় প্রতিমা দত্ত নিশ্চিন্দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করার দাবি জানান।

মাতাল স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নবমীর রাতে স্বামী রানা মন্ডল আসছে না দেখে মোবাইলে বার বার ফোন করছিলেন স্ত্রী মিতা দেবী। গভীর রাতে মদ খেয়ে ঘরে ঢুকে স্ত্রী মিতা দেবীকে প্রচন্ড মারধর করেন এবং শেষে তার গলা টিপে মেরে সিলিং–এ ঝুলিয়ে দেন বলে অভিযোগ করেন মিতার বাপের বাড়ির লোকজন। পরের দিন সকালে রানা যে নার্সিংহোমে চাকুরি করে সেখানে মিতা দেবীকে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাটি ঘটে হাওড়া উলুবেড়িয়া থানার কুশবেড়িয়া গ্রামে। মিতার বাপের বাড়ির অভিযোগ পেয়ে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ রানা মন্ডল ও তার বাবার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। মাত্র ছয় মাস আগে গড়িয়ার শান্তিনগরের মিতার সঙ্গে বিয়ে হয় হাওড়ার বাসিন্দা রানা মন্ডলের। প্রায় মদ খেয়ে এসে রানা মিতাকে মারধর করতেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

উচ্চমাধ্যমিক সূচি বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী ২০১৭ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার যে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হবে তার সময়সূচিতে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কিছু পরিবর্তন করল। সংসদ থেকে প্রকাশিত নতুন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার উত্তরপত্র আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি শনিবারের মধ্যে সংসদে জমা দিতে হবে। কিন্তু পূর্বের নির্দেশ মতো রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়কে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে টেস্ট পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে।

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত আউশগ্রাম ১নং ব্লকের সিলুট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গতকাল রাত্রে আউশগ্রাম ১নং ব্লকের অর্ন্তগত বেড়ান্ডা পঞ্চায়েতের সিলুট গ্রামে সংঘর্ষ বাঁধে।কয়েকদিন ধরেই এলাকায় অশান্তি শুরু হয় বুথ সভাপতি সানারুল সেখ(চন্দন)ও পঞ্চায়েত সদস্য জয়নাল আকেদিন মন্ডলের সাথে। গতকাল রাত্রে সিলুট হাটতলায় গ্রামের কয়েকজন যুবক বসে থাকে সেখানেই বসেছিল বেড়ান্ডা পঞ্চায়েতের প্রধান রঘুল আমিন মন্ডল ও পঞ্চায়েত সদস্য জয়নাল আকেদিন মন্ডল ও এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। তাদের লক্ষ করেই কয়েকজন বহিরাগত দুস্কৃতী এলোপাথাড়ি বোমা ছুড়তে থাকে।কিন্তু তার কিছু সময় আগেই পঞ্চায়েত প্রধান ঘটনাস্থল থেকে চলে যান।তাদের না পেয়ে দুস্কৃতীরা সাধারণ মানুষদের উপর হামলা চালায়, ৩টি দোকানে ভাংচুর করে।

করে এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে ৫জন তাদের বননবগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্রে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এই অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি ফকির শেখ ও প্রধান রঘুল আমিন মন্ডলের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে পারিবারিক বিবাদ আছে।রঘুল আমিন মন্ডল বলেন এলাকার কিছু ছেলে গুন্ডাবাজি করছে সাধারণ মানুষদের কাছথেকে জোর করে টাকা চাইছে এরা দলের কেউ না। এই ঘটনায় আহত ফিরোজ সেখ বলেন কাল রাত্রে হঠাৎ করে কিছু লোক এসে প্রথমে বোম ছুড়লো আমি ভয় পেয়ে দোকান বন্ধ করে পালাচ্ছিলাম ওরা আমাকে মারলো কেন মারলো বুঝতে পারছি না। স্থানীয় সূত্রে যানা যায় এই ঘটনায় অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই অঞ্চল সভাপতির লোক বলে। অঞ্চল সভাপতি ফকির সেখ বলেন আমি কাল ছিলাম না কিছু বলতে পারছি না একটা ঝামেলা হয়েছে শুনেছি।গতকাল রাত্রে পুলিস এই ঘটনায় যুক্ত থাকার জন্য ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে।

অভিষেকের আরোগ্য কামনায় বড় কাছারিতে পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বর্তমানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নবকুমার বেতালের নেতৃত্বে শৈবতীর্থ বাবা বড় কাছারি ধামে গত ২০ অক্টোবর তৃণমূলের কয়েকশো কর্মী বিশেষ পূজার আয়োজন করেছিলেন। অন্যান্য নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল দত্ত, অপূর্ব পাল প্রমুখ।

নবকুমার বেতাল বলেন, আমাদের প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত আরাগ্য কামনায় বড় কাছারিতে পুজো দিলাম। আমরা চাই তিনি খুব দ্রুত আবার তাঁর কর্মময় জগতে তৎপর হয়ে উঠুন।

আহারে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবারের মতো ভোজন রসিক বাঙালিকে খাদ্যরসনায় মাতিয়ে তুলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে কলকাতার মিলন মেলা প্রাঙ্গনে শুরু হয়েছে আহারে বাংলা। শুক্রবার, ২১ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই খাদ্যরসনা মেটানোর উৎসব। উল্লেখ্য, এখানে নানা ধরণের খাদ্য সামগ্রীর কাউন্টার থাকছে। যাতে আপনি হাতের সামনে পেতে পারেন অনেক নামি দামি পদ।

টেন্ডার নোটিস

২০১৬–১৭ সালের জন্য বিষ্ণুপুর–১ নং সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী মজুত ও পরিবহনের নিমিত্তে ট্রান্সপোর্ট কন্ট্রাকটার এবং স্টোরিং এজেন্ট নিয়োগের জন্য শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের আধিকারিক সীল করা দরপত্র বা টেন্ডার আহ্বান করছেন।

কার্য্যালয়ের অফিস থেকে আগামী ০৪/১১/২০১৬ থেকে ২৯/১১/২০১৬ তারিখ পর্য্যন্ত সরকারী কাজের দিনগুলিতে বেলা ১২টা থেকে ৪ টা পর্য্যন্ত টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে।

যথাযথ ভাবে পূরন করা ও সীল করা দরপত্র গুলি মাননীয় মহকুমা শাসকের আলিপুর সদর এর কার্য্যালয়ে ৩০/১১/২০১৬ তারিখে বেলা ১২টা থেকে বেলা ২.৩০ এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

যথাযথভাবে পূরণ করা ও সীল করা দরপত্র গুলি, ৩০/১১/২০১৬ তারিখে বেলা ৩ টার সময় মাননীয় মহকুমা শাসকের অফিসের কক্ষে, অন্যান্য টেন্ডার কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে এবং টেন্ডারার–দের সামনে খোলা হবে।

শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক
বিষ্ণুপুর ১, সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

১১১৪(২)/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/২০.১০.১৬

সেরা প্রতিবন্ধী শিল্পী ভবেন দে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি উত্তর কলকাতার কুমোরটুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দক্ষিণ কলকাতার এক প্রতিবন্ধী শিল্পী প্রতিমা শিল্পকে এক আন্তর্জাতিক মানে পরিণত করেছেন। জন্ম থেকে পোলিওতে আক্রান্ত হয়ে একটি পা নষ্ট ছিল শিল্পী ভবেন দে–র। পঞ্চাশোর্ধ বর্ষীয় ভবেনবাবু ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনোর পাশাপাশি প্রতিমা শিল্পের প্রতি তাঁর ভীষণ ঝোঁক ছিল। তাই স্কুলের ছুটির পর তিনি চলে যেতেন কালীঘাটে।

টালিগঞ্জ অশোকনগরের বাসিন্দা ভবেনবাবু শৈশব থেকেই কালীঘাটে গিয়ে সেখানকার প্রতিমা শিল্পীদের মূর্তি বানানো দেখতেন অবাক বিস্ময়ে। তারপর নিজের বাড়িতে এসে নিজ হাতে চেষ্টা করতেন মূর্তি গড়ার।

আজ ভবেনবাবুর দুর্গা মূর্তি প্রতি বছর জাহাজে চেপে যায় মালয়েশিয়ায়। সামনের বছর ইউরোপের অন্যান্য দেশে তাঁর দুর্গা প্রতিমা পাড়ি দেবে সাগর পেরিয়ে। বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতায় ভবেনবাবু ভীষণভাবে প্রতিষ্ঠিত। নাম করা একাধিক ক্লাব প্রথমে তাঁর কাছেই আসেন মূর্তির বায়না করতে।

ভবেনবাবু জানান, ঈশ্বর পোলিওতে তাঁর পা কেড়ে নিলেও দিয়েছেন শিল্পসত্তা। তাতেই তিনি পেয়েছেন অপার আনন্দ। ভবেনবাবুর ইচ্ছা, তরুণ প্রজন্মের জন্য তিনি একটা কুমোরটুলির স্কুল খুলবেন।

পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায়

বালিগঞ্জ কালচারালের দুর্গা প্রতিমা

ত্রিধারার পুজো মন্ডপ ও প্রতিমা

কল্যাণী নীমপার্কের দুর্গা পুজোর মন্ডপ

কল্যাণী ঘোষপাড়ার ব্যবসায়ী সমিতির দুর্গা পুজোর মন্ডপ

কালীর আরাধনা

পুজোর থিমে বন্যপ্রাণী রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি থানার অন্তর্গত ডোঙাড়িয়া মোড়ের বর্ণালী ক্লাব এবার তাদের ৩৬তম বর্ষে শ্যামাপূজার থিমে বন্যপ্রাণী রক্ষার আবেদনকে সামনে আনছে। জোর কদমে মন্ডপ সজ্জার কাজ চলছে। প্লাই, থার্মোকল ও পেন্টস দিয়ে নানা লুপ্তপ্রায় বিরল প্রজাতির পশু–পাখির কাট আউট করা হচ্ছে। মূল শ্যামা মাকে একটি রথে বসানো হচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণির পক্ষীকূল সেই রথকে টেনে আনছে। নীল আকাশ বেয়ে রথ এগিয়ে আসছে মর্তধামে। মন্ডপ জুড়ে থাকছে লুপ্তপ্রায় এক শৃঙ্গ গন্ডার, সাদা ময়ূর, চড়ুইপাখি, হাতি, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, তক্ষক ও গোসাপ প্রভৃত জন্তু জানোয়ার সরীসৃপের অবয়ব। থিমের মূল কারিগর তুষারকান্তি দাস জানালেন বর্তমানে অনেকেই বন্যপ্রাণীকে হত্যা করছে।

এভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের ছন্দপতন ঘটবে। তাই বন্যপ্রাণী রক্ষার আবেদন করছি শ্যামাপুজা আরাধনার মাধ্যমে। বর্ণালী ক্লাবের সম্পাদক শক্তিনাথ দাস জানালেন, উৎসবের পাশাপাশি আমরা দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণেরও আয়োজন করছি।

‘মা’–এর বিদায় অনাথ আশ্রমে

অরিজিৎ মন্ডল, ডায়মন্ড হারবার : ‘মা’! সত্যিই এই একটিই শব্দ হয়তো পৃথিবীর সব থেকে মধুর শব্দের মধ্যে একটি। কিন্তু যারা জন্ম থেকেই এই শব্দটি থেকে বঞ্চিত তাদের কষ্ট হয়তো ভাষায় লিখে প্রকাশ করা যায় না। আর ঠিক তেমনি কুলপি ব্লক–এর রামনগর নামক গ্রামে একটি অনাথ আশ্রমে বড় হয়ে উঠছে। কিন্তু অনাথ শিশু যারা ছোটবেলা থেকেই তারা জানে না কে তাদের মা আর কেই বা তাদের বাবা। ফলে সংসারের দারিদ্রে তারা সন্তানকে দিয়ে যান এই অনাথ আশ্রমে। কিন্তু পুজোর চারটি দিন তারা মেতে উঠেছিল আনন্দে। তারা পেয়ে গিয়েছিল তাদের দুর্গা মাকে। ‘সারদামণি ডেস্টিটিউচ হোম’ নামক এই অনাথ আশ্রমে প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও আয়োজন হয়েছিল পুজোর। এবার তাদের ২৭ তম বর্ষ। পুজোর রীতিনীতি মেনেই চলেছিল চারটি দিন। মা চলে গেলে প্রত্যেকটি শিশুরই চোখে মুখে যেন এক বিষাদ–এর ছাপ। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আশে পাশে ৫–৭টি গ্রাম থাকলেও সেখানে দেখা যায় না কোনও পুজো। সব গ্রামবাসীর এই এক সাথে মেতে ওঠেন এই অনাথ আশ্রমের পুজোয়।

হোম–এর সভাপতি মিলন বাবু জানান ১৯৮৫ সাল থেকে আমরা এই অনাথ আশ্রমটি চালিয়ে যাচ্ছি। এখানে প্রায় ৭৫জন অনাথ শিশু আছে। যাদের ৬ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত খাওয়া–দাওয়া থেকে শুরু করে পড়াশুনা পর্যন্ত সব দায়িত্বই আমাদের নিতে হয়। প্রত্যেক বছরই কিছু ছেলে মেয়ে আমাদের এই হোম থেকে দৃষ্টি আকর্ষণকারী রেজাল্ট করে বের হয়।

এছাড়াও এই বছরের পুজোয় হোমের শিশুদের ছাড়াও আশপাশের গ্রামের কিছু গরিব শিশুকে আমরা বস্ত্র বিতরণ করেছি। এ ছাড়াও সারা বছরই প্রায় আমরা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করে থাকি। হোম–এর এক ছাত্র বুবাই ধাড়ি বলেন— আমি ছোটবেলা থেকেই এই হোমে মানুষ হয়েছি। জন্মের পর থেকে বাবাকে না পেলেও এইখানকার শিক্ষক–শিক্ষিকা ও অন্যান্যরা কোন দিনই আমায় সে কষ্ট বুঝতে দেয় নি। প্রত্যেক বছরই আমরা এই পুজোয় খুব মজা করি। মিলনবাবু আরও জানান সরকার থেকে যৎসামান্য টাকা পেলেও ঠিকঠাক মতো চলে না এর পাশাপাশি তিনি সরকারের কাছে আবেদন করেছেন এই অনাথ শিশুগুলোর প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি যদি কিছু কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে এই শিশুগুলি ভবিষ্যত জীবনে লাভবান হতে পারে।

অভিনব মোষের শিঙ–এর গ্রাম বৈষ্ণবচক

দীপককুমার বড় পণ্ডা

কোলাঘাট স্টেশনটা তখন শুনসান ফাঁকা। দক্ষিণ–পূর্ব রেলের এই স্টেশনে নেমে হাঁটতে লাগলাম। ডাউন প্লাটফর্মের সামনের দিকে এগোলেই রূপনারায়ণ নদী। এই নদী হাওড়া আর পূর্ব মেদিনীপুর জেলাকে আলাদা করেছে। আর সেই নদীর পাড়ে অটো স্ট্যান্ড। ভর দুপুরে লোকজন কম। তাই, অটো চালকরা তখন আড্ডায় মশগুল। জানতে চাইলাম, ‘অটো কখন ছাড়বেন?’ একজন মুখ না তুলেই বললেন, ‘প্যাসেঞ্জার হলে।’

– জসাড় কত সময় লাগবে? জানতে চাইলাম। আমাকে ফেরার সময়টা হিসেব করতে হবে।

– ৩৫ মিনিট খানিক। এক অটো চালকের নির্লিপ্ত উত্তর।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের বৈষ্ণবচক গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈষ্ণবচক গ্রামে যেতে জসাড় থেকে অটো ধরতে হয়। আমি ওই গ্রামে যাব। সেই গ্রাম মোষের সিং–এর শিল্পের জন্য খুব বিখ্যাত। খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর অটো যাত্রীতে ভরেছে। ড্রাইভার এসে অটো স্টার্ট দিলেন। রূপনারায়ণ–এর তীর ধরে অটো চলছে। নীল আকাশ। রৌদ্রে সোনালী আভা। বিদ্যাসাগর মোড়, বিবেকানন্দ মোড়, হাসপাতাল, বিডিও অফিস কত স্টপেজ। রাস্তার পাশে মাঠে গাঁদা ফুলের গাছ। থোকা থোকা গাঁদা ফুটে আছে গাছে। এইসব গাঁদা দিয়ে ফুলের নানারকম গয়না তৈরি হয় এখানে। সেইসব বিকোয় কলকাতার বাজারে এবং স্থানীয় বাজারেও। শুধু ফুলের গয়না নয়, এইসব ফুলও যায় কলকাতায়।

কোলাঘাট রেল স্টেশন থেকে জসাড়–এর দূরত্ব আট কি.মি। আগের দিন দুর্গা পুজোর বিজয়া দশমী গেছে। ঘর ঘর আত্মীয়। চারদিকে উৎসবের পরিবেশ। নারী–পুরুষ, শিশু–কিশোর–কিশোরী সবাই ফিরছে যে যার নিজের জায়গায়। অটোটা নতুন জামাকাপড়ের গন্ধে ম ম করছে। বাহারি পোশাক সব! ছোটদের হাতে খেলনা ভর্তি।

জসাড়–এ নেমে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। এখান থেকে যে অটো বৈষ্ণবচক যাবে, তার প্যাসেঞ্জার পেতে দেরি হয়েছে। আগে এখানে বাস চলত। তমলুক–জসাড়, হাওড়া–জসাড় বাস ছিল। তাই, এই জায়গাটা ‘বাস স্ট্যান্ড’ নামে পরিচিত। এখন বাস চলাচল বন্ধ। এত আঁকাবাঁকা রাস্তা, তাই বাস চলে না। বাসস্ট্যান্ডের হোটেলটায় এখনও অনেকে খাচ্ছেন। হোটেল মালিক আমাকেও ডাকলেন। তখন বেলা সাড়ে তিনটা। অটো ড্রাইভাররাই খাওয়াদাওয়া করছেন বেশি। এঁদের একজন স্বপন রুইদাস। আমি তাঁর অটোতে যাত্রী। অটোতে ব্যাগ রেখে এসেছি।

জাতিতে মুচি স্বপনের বাবা এখনও জুতো সেলাই করেন। স্বপনও নিজের জাতপেশাতেই ছিলেন। মুচির কাজ করে তাঁর চলছিল না। সেই কথাই তিনি বলছেন এখন।

– মুচির কাজ ছেড়ে প্রথমে একটা ভ্যান রিক্সা চালাতাম। পরে সেই ভ্যান বিক্রি করে বডি রিক্সা করলাম। রিক্সা ছেড়ে মেশিন রিক্সা হল। এখন এই অটোটা করেছি।

গলায় কণ্ঠি স্বপনের আত্মবিশ্বাস আমার চোখ এড়ায় না। আর দু’মাস বাদে ব্যাঙ্কের লোন শোধ হয়ে যাবে স্বপনের। ‘তখন পুরো টাকাটাই ঘরে ঢুকবে।’ খুশিতে ডগমগ হন এক গরিব রুইদাস–এর ছেলে।

অটো স্টার্ট দিয়েছে। এমন সময় দুই বৃদ্ধ দম্পতি এসে তাঁদের নাতনিকে অটোতে তুলে দিলেন। বছর দশেকের নাতনিকে নামিয়ে দিতে বলে দম্পতি চলে যাচ্ছিলেন। ফিরে এসে অটোর ভাড়াটা দিয়ে গেলেন। ভাড়ার অতিরিক্ত টাকাটা নাতনিকে ফেরৎ দিতে বলে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অটো চলতে শুরু করল। বৃদ্ধা নাতনিকে হাঁক পেড়ে বললেন, ‘ঘরে পৌঁছে মামাকে মোবাইলে একটা ফোন মারবি।’ মেয়েটি দাদু–দিদার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকল।

অটো চলছে। জসাড় বৈষ্ণবচক তিন কি.মি রাস্তা। দুর্বাচটি নদী বাঁধের এই মোরাম রাস্তা এত খারাপ যে, যেকোনও সময় অঘটন ঘটতে পারে। সাবধানে সবাই বসে আছেন। যখন তখন অটোটা উল্টে পড়তে পারে, অথবা কোমরটা ভাঙবে। নদীর পাড়ে এক জায়গায় অটো দাঁড়াল। ছোট মেয়েটিকে নেমে যেতে বললেন স্বপন। ওর নামার জায়গা এসে গেছে। মেয়েটির হাতে প্লাস্টিকের দুটো বড় ব্যাগ। ওতে অনেক কিছু ভরা। ও এগিয়ে চলল নদীর দিকে। নদীর ওপর বাঁশের সেতু। বেশ বড়সড় করে তৈরি। চারদিকে কাশফুল ফুটে আছে। হাওয়ায় দুলছে সেগুলো। নদীতে জল টইটম্বুর। ওপারে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর –১ নম্বর ব্লকের গ্রামগুলো। দুর্বাচটি নদী এখানে দুটো মেদিনীপুর জেলাকে ভাগ করেছে।

সবাই যেখানে নামলেন, অটোওয়ালা আমাকেও সেখানেই নামতে বললেন। বললেন, ‘সামনে গেলেই মোষের শিঙ–এর শিল্পীদের সমিতি।’ উঁচু বাঁধ ধরে এগোচ্ছি। বাঁধের দু’দিকে অনেক গাছ। দু’দিক থেকে গাছগুলো নুয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর। পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মৃদু হাওয়া বইছে। এক গৃহবধূ ছাগল নিয়ে ঘরে ফিরছিলেন। ওকে জানতে চাইলাম, ‘মোষের শিঙ–এর শিল্পীদের বাড়ি কোথায়?’

যাওয়া আসার পথে পথে

ঘোমটা বেশি করে টেনে রাস্তার পাশে একটি বাড়ি দেখালেন তিনি। উঁচু বাঁধ থেকে নেমে যেতে বললেন। সেই বাড়ির সামনে পৌঁছালাম।

টালির চাল। বাড়ির সামনেরটা বাঁশ দিয়ে ঘেরা। বাড়ি আর রাস্তার মাঝখানের লম্বা চওড়া খোলা জায়গাটায় কিছু শাক সব্জি লাগানো। চারদিকের শূন্যতার মাঝখানে নি:সঙ্গভাবে খাড়া আছে বাড়িটা। বেশ উঁচু উঠোনে তখন অনেকে শুয়ে। বললাম, ‘কোনো অনুষ্ঠান আছে নাকি?’ বাড়ির বৌমা বললেন, ‘দুর্গা পুজোয় ননদরা এসেছে।’ সেদিনতো একাদশী। বাড়ির কর্তা এলেন খুব লাজুকভাবে।

বললেন, ‘কী জানতে চান বলুন।’ বললাম, মোষের শিঙ–এর শিল্পের কথা শুনব। এক বৃদ্ধ বিছানায় শুয়েছিলেন। মাথায় তেলচিটে মলিন বালিশ। খানিকটা বিরক্ত হয়ে উঠে বসলেন। হাড় জিরজিরে উদোম গায়ের মানুষটা বললেন, ‘আমরা শিল্পী নই।’ ‘তবে যে পাশের বাড়ির মহিলা বললেন, আপনারা এই কাজ করেন!’ আমি বিস্মিত। অবস্থাটা সামাল দিলেন বৃদ্ধের ছেলে চন্ডী হাজরা। বছর ৪২ এর চন্ডী বললেন, ‘কিছু মনে করবেন না। বাবা একসময় বড় শিল্পী ছিলেন। এখনতো আর কাজ হয় না। তাই খুব দু:খ তাঁর।’ বৃদ্ধ মদন হাজরা আবার শুয়ে পড়লেন। তাঁর শরীর ভালো নেই। চন্ডীও শিঙ শিল্পের কাজ করতেন। এখন রাজমিস্ত্রির কাজ করেন।

৭০ বছরের মদন শয্যাশায়ী। তাঁর কোনো রোজগার নেই। কাঁচা মাল–এর অভাবে শিঙ শিল্পের কাজ এখন বন্ধ। শিঙ শিল্পের মূল উপাদান মোষ–এর শিঙ। নানারকম অসুবিধার কারণে এই শিঙ আর পাওয়া যায় না। এখন শিল্পীরা যে যা পারছেন করছেন। কেউ মজুরের কাজ, কেউ রিক্সা টানেন, কেউবা গ্রামের বাইরে কোথাও চলে গেছেন। ‘এই বয়সে কি আর মজুরের কাজ করা যায়?’ শুয়ে শুয়েই ফ্যাকাসে চোখে তাকান মদন। গলার নলিগুলো বেরিয়ে আসছে। সংসারের হাড় জিরজিরে অবস্থাটা চোখ এড়ায় না।

বৃদ্ধ শিল্পীর ছেলে বারে বারে আওড়াচ্ছিলেন, ‘শিল্পী থেকে মজুর হয়ে গেলাম। মজুরের কাজও সারা বছর থাকে না।’ একটা হাহুতাশ সেই বাড়ির চারদিকে। একসময় এই এলাকা মোষের শিঙ–এর কাজে খুব নামডাক ছিল। প্রায় ৮০ জন শিল্পী ছিলেন। আজ এখানে মাত্র তিন–চার জন গোনাগুন্তি কাজ করেন। মদন হাজরার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করি।

একসময় এই গ্রামে শিঙ শিল্পীদের সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছিল। সেই সমিতি থেকে শিল্পীদের জন্য অনেক কাজ হত। সমিতির ম্যানেজার ছিলেন গৌতম সাউ। একজন ওঁর বাড়ির পথ দেখিয়ে দেন। বলেন, ‘সমিতির দরজা বন্ধ। উনিই শিল্পের বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন।’ বন্ধ সমিতি ডান দিকে রেখে এগোতে থাকি ম্যানেজারের বাড়ির দিকে। উঁচু বাঁধের ওপর একটা ছোট মন্দির। সেখানে তিন মাথার মোড় থেকে বাম দিকে নেমে গেলে কয়েকটা স্মৃতি মন্দির। পরিবারের মৃতজনদের স্মৃতিতে তৈরি পাকা মন্দির। সেই মন্দির ছাড়ালেই গৌতম সাউ–এর বাড়ি।

তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়াই। জানলায় উঁকি দিয়ে এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, ‘কাকে চাই?’ বললাম সে কথা। ঘরের ভেতরে ডাকলেন। কোনো সঙ্কোচ নেই মহিলার। একটা আভিজাত্য তাঁর আচরণে। একটা আন্তরিকতা তাঁর কথায়। গ্রাম বাংলার এই মানুষেরা এখনও হারিয়ে যাননি। মাথা নত হয় তাঁর কাছে। মহিলা কয়েকটি শিশুকে পড়াচ্ছিলেন। ঘরটা ছিমছাম। পরিপাটি করা বিছানায় উঠে বসেছি। গৌতম–এর স্ত্রী স্বামীকে ফোন করলেন। উনি টিউশন পড়াতে গেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি এসে বললেন, ‘শিঙ শিল্প যদি চলত, তবে আমাকে কি টিউশন পড়াতে যেতে হত?’ একসময় এত কাজ ছিল ম্যানেজারের নাওয়া খাওয়ার সময় থাকত না।

ম্যানেজার এগিয়ে চলেছেন বন্ধ সমিতির দিকে। আমি তাঁর পেছনে। একটা গভীর ক্ষত তাঁর হৃদয়ে। একসময় জেলাপরিষদের তত্ত্বাবধানে মূলধন এবং কাঁচা মাল সরবরাহের উন্নত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এখানে। শিল্পশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল। শিঙ আসত মাদ্রাজ, বিহার, আসাম থেকে। পুরীর শিল্পীরাও এখানকার শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। পুরীর শিল্পীদের এই কাজে খুব নাম।

শিঙ দিয়ে কত কি তৈরি হত! পশুপাখি, ধূপদানি, ফুলদানি, চিরুনি, বোতাম, ছুরির বাঁট, কলম, দোয়াতদানি প্রভৃতি কত কি! কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ দলীয় স্বার্থ দেখতে গিয়ে শিল্পীদের উন্নয়নের কথা ভাবছেন না। শিল্পীদের জন্য সরকারি টাকা সঠিকভাবে খরচ হচ্ছে না। নানারকম উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ বন্ধ। নানা কারণে এলাকার একটি প্রাচীন শিল্প আজ মুখ থুবড়ে পড়ল।

আমরা আবার নদীর তীরে এসে দাঁড়াই। এখানেও বাঁশের বিরাট সেতু। সেই সেতুর ওপারে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জোতঘনশ্যামপুর, ডোঙাভাঙা, নারায়ণচক প্রভৃতি গ্রাম। শিঙ শিল্পের জন্য এইসব গ্রামের খুব নাম ছিল। এখানকার চিরুনির চাহিদা ছিল বাংলা, বিহার, অসম, ওড়িশায়। ওইসব চিরুনিতে যশোরের কাজের ছাপ ছিল। চিরুনির একদিকে থাকত বড় বড় দাঁড়া, জটা ছাড়ানোর জন্য। অন্যদিকে সরু দাঁড়া। এইসব আজ স্মৃতি। তখন সন্ধে নেমেছে। সেতু পেরিয়ে গৌতম এগিয়ে যান সাইকেলে। তাঁর ছাত্ররা অপেক্ষা করছে।

মাঙ্গলিকী

রঙ্গ–ব্যাঙ্গের কোলাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নব পর্য্যায় ব্যাঙ্গমার আসরের কথাই বলা হচ্ছে। আসর বসে পি–৭৮, লেক রোডে, ১৫ই সেপ্টেম্বর। ২০ জন কবি, লেখক, সঙ্গীতশিল্পী যোগদান করেন আসরে। ৮০–র কোঠায় কবে পৌঁছে যাওয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারক, কণ্ঠে গান দিয়েই আসরকে মাতালেন 'মোটা'কে কেন্দ্র করে শ্রদ্ধেয় মোহিত গুপ্ত। সৌমেন মিত্রর কিছু কৌতুক ভাল লাগল। বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেখ দেখ... শুকতারা আঁখি মেলে চায়' ভোরের আকাশকে নিয়ে এলো সবার মনে... পিনাকি শঙ্কর চৌধুরীর প্যারডি গান 'বর্বরের গন্ড ভঙ্গ' ('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ') আসরকে রঙ্গ রসে মাতিয়ে দিল... ভাল লাগল দীনেন্দ্র চন্দ্রর ছড়া, সভার শুরুতে পরিবেশিত সঞ্চালক ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্যের ব্যাঙ্গমার থিম সং 'ঠাট্টা তামাসা ভুলেছে বঙ্গ (রচয়িতা ভবানী প্রসাদ মজুমদার, সুরকার সঞ্চালক স্বয়ং), তারাশঙ্কর দত্তর ছড়া 'কল্কে বচন' (তারাশঙ্কর বাবুকে সাধারণতঃ যখন আসরের সঞ্চালক কিছু পড়ার জন্যে ডাকেন তখন তিনি যাননা। পরে আবার যখন ডাকা হয় তখন যান, তবে আসন ছাড়েন কিছুটা সময় নিয়ে— 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?')

রণজিত দেব দীপা কর্মকারকে নিয়ে ছড়া, 'দশ হাত জগজ্জনী' গল্পে/কাহিনীতে বিভিন্ন ধারার রসে আসর জমালেন প্রদীপ গুহ, সুকুমার মন্ডল, শৈলেশ্বর মুখার্জী, অমিত গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। ছড়া/কাহিনী পাঠে আরও ছিলেন শেফালি সরকার, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। আরও বিবিধ গানে যথারীতি আসর জমালেন বন্দনা দত্ত, রীতা বসু (রীতা বসুর পরের গানটি 'হোঁচট' খেলো হারমোনিয়ামের অসহযোগিতায়!)একদম গোড়ার দিকে পি–৭৮, লেক রোডের কর্ত্রী শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণা সেন আসরে উপস্থিত সকলকে তাঁর বাড়ির আগামী দুর্গা পুজোয় এসে প্রসাদ গ্রহণের জন্যে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানালেন, পরিবেশন করলেন কিছু রসসমৃদ্ধ কৌতূকও।

আসরে যথারীতি চা পানের ব্যবস্থা ছিল। এই সাথে এদিন কিছু 'দুঃখ'ও ছিল : এদিন বেশ কয়েকজন তাঁদের পাঠের পরেই চলে গেলেন, ফলে শেষের দিকে যাঁরা বিবিধ পাঠ শোনালেন তা যত জন 'মানুষ' শুনলেন তত জন 'চেয়ার'ও শুনলেন— অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এই 'সৌভাগ্যবানেরা' দু'ধরনের 'দর্শক' পেলেন!...

সেতুর উজ্জ্বল সংস্কৃতি সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪শে সেপ্টেম্বর জীবনানন্দ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল 'সেতু'–র অতি উজ্জ্বল সাহিত্য–সংস্কৃতির ষান্মাসিক আসর। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল গীতা অধিকারির কণ্ঠে 'এখানে ছোট্ট একটা স্বর্গ আছে' কবিতার আবৃত্তির মাধ্যমে। এরপর সভার সভাপতি শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা সকলকে 'সেতু'র তরফে সভায় স্বাগতঃ জানালেন। এরপর 'সেতু'র কর্ণধার বাচিক শিল্পী, কবি উদয় চক্রবর্তী মঞ্চে এলেন। তিনি তাঁর স্বাগতঃ ভাষণে প্রথমেই কুঁদঘাটে অবস্থিত ৬০ বছর পেরিয়ে যাওয়া রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানালেন এই কারণে যে তাঁরাই 'সেতু'কে অনুমতি দিয়েছেন প্রতি বৃহস্পতিবার পাঠাগারে তাঁদের সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার আসর বসাবার। তাঁর বক্তব্যের মাঝেই শ্রী চক্রবর্তী কবি রত্নেশ্বর হাজরার প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতার কথাও বললেন, তাঁর নিয়মিত অনুপ্রেরণার জন্য। এরপর সংগঠনের সঙ্গীত শিল্পীরা সমবেত সূচনা সংগীত পরিবেশন করলেন, 'আমরা পৌঁছে যাব সেই সে দেশে' চিরকালের গণসঙ্গীতের সুর সমৃদ্ধ গানটির অনবদ্য পরিবেশন আসরকে ঠিক তানে বেঁধে দিল... এরপর 'সেতু'র সভাপতি নিমাই মিত্র একটি স্বাগত ভাষণ পাঠ করলেন, যার মাধ্যমে 'সেতু'–র পথ চলার কথা, আগামী দিনের ভাবনা চিন্তার কথা জানা গেল।

অতঃপর সাহিত্য–সংস্কৃতির আসরের শুরু। প্রথমেই আসর মাতিয়ে দিল ক্ষুদে সংগীত শিল্পী অপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, সেই বিখ্যাত গানটি গেয়ে, 'ও আয়রে ছুটে আয়, পূজোর গন্ধ এসেছে শুনিয়ে'... সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় এই 'সঙ্গীতবীজটি' একদিন মহীরূহের চেহারা নেবে... এরপর বালক ঋতময় চ্যাটার্জী শোনাল সুকুমার রায়ের 'ভীষণ চিন্তা' ছড়াটি। এরপর বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী শিবাণী দত্ত শোনালেন রাগমিশ্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীত, সকলের হৃদয় স্পর্শ করলেন। এরপর বরিষ্ঠ ব্যক্তি সুব্রত মুখোপাধ্যায় পড়লেন বার্তাবহ অনুগল্প, 'অন্য প্রার্থনা'। এই ভাবেই আসর এগুতে থাকে— যাঁদের আরও কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন জয়ন্ত দত্ত ('সাধন ভূমি'), ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ('বর্ষা'), প্রদীপ গুপ্ত ('ঘুম ভেঙ্গে গেলে'), জয় ভট্টাচার্য ('গায়ে তার চাকা চাকা দাগ') প্রমুখ।

এদিন বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মাননা জানানো হয় 'সেতু'র তরফে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই 'সম্মাননা' অর্পণ করলেন 'আলিপুর বার্তা' সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের (৫০ বছরে 'পৌঁছে গেছে') প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক প্রয়াত তরুণ ভূষণ গুহকে (আবার 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' প্রবচনকে 'সত্য' বলে প্রমাণ করলেন দু–একটা জাদু দেখিয়ে!)। এদিন মাউথ অরগ্যানে দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরের মূর্ছনায় আসরকে মাতালেন শুভাশিষ সরকার। বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী শর্মিষ্ঠা মিত্রর রবীন্দ্র সঙ্গীত, সুব্রত ভদ্রর লোকগীতি পরিবেশন ছিল এককথায় অনবদ্য। আসরে প্রথম আসেন সঙ্গীত শিল্পী বনাণী ব্যানার্জী, শোনালেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। (আগামী দিনেও আসরে আসার আমন্ত্রণ পান শিবানী দত্ত সহ আরও অনেকের কাছ থেকে)। সুকুমার মন্ডল আবারও শোনালেন দুর্দান্ত কৌতুকময় গল্প 'গীতার বচন'... ভাল লাগলো যুবা প্রতিভা বিপ্লব চক্রবর্তীর আবৃত্তি, শোনালেন বিশ্বকবির 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটি। দীপন সেনগুপ্তের পাঠও ভাল লাগল— পাঠ করলেন অজিত বাইরির কবিতা 'বিদায়ী প্রার্থনা'। পাঞ্চালি রায় মুখার্জীর 'কৃষ্ণ'র পাঠ (আবৃত্তি?) সলের মনকে ভরিয়ে দিল। একটু অন্য দিকে হেঁটে বলা যেতে পারে ক্ষুদে জাদুকর স্পন্দনের সপ্রতিভ জাদু প্রদর্শনীও সকলের ভাল লাগে।

এদিন আসরে বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন স্বনাম খ্যাত আবৃত্তিকার রামচন্দ্র পাল। তাঁর বিবিধ কবিতার আবৃত্তি (রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা 'শব্দকে আমি কথা দিয়েছিলাম' সহ) আসরকে হীরক দ্যুতিতে উজ্জ্বল করল। সভাপতি কবি রত্নেশ্বর হাজরা তাঁর উজ্জ্বল ভাষণে বললেন শ্রোতা/দর্শক না থাকলে এই আসর হত না। 'সেতু'–র প্রসঙ্গে বললেন, সাঁকো শুধু দুটি পাড়কে বাঁধে না, 'সংযোজিত করে অনেক পথকে'। 'সেতু' এখনও 'কৈশোর' পেরোয়নি, তবে 'জীবন'এর ঠিক পথেই এগুচ্ছে উদয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে... এরপর সকলের আন্তরিক অনুরোধে শোনালেন তাঁর কবিতা, 'নাম বদল— শ্রী হাজরার কবিতার উচ্ছসিত প্রশংসা করা হবে এই প্রতিবেদকের পক্ষে ধৃষ্ঠতা সমান সাংস্কৃতিক আসরের সঞ্চালনা করেন যুবাপ্রতিভা জয় ভট্টাচার্য; টুকরো টুকরো সুন্দর কবিতা/বক্তব্য রেখেছেন, আসরকে ভালই বেঁধেছেন, তবে সঞ্চালনার কাজ আরও দ্রুত লয়ে করা উচিত। এদিন 'সেতু'র বিশিষ্ট সদস্য বরিষ্ঠ গল্প লেখক সৌরীণ চ্যাটার্জি নিজের কিছু লেখা শোনাতে পারেননি, কারণ তাঁর উপরে ভার পড়েছিল এদিন সম্মাননা প্রাপ্ত অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদিক, জাদুকর হিসাবে পরিচিতি দেবার একটি লিখিত ভাষণ পাঠের মাধ্যমে (অরুণ বাবু নিশ্চয়ই এজন্য ক্ষমা চাইবেন শ্রদ্ধেয় সৌরীণ চ্যাটার্জির কাছে!)

এদিন আসরকে যাঁরা আরও উজ্জ্বল করলেন তাঁদের বিবিধ পাঠে, গানে প্রভৃতিতে তাঁরা হলেন গৌতম দত্ত, তারাশঙ্কর দত্ত, দেবযানী চক্রবর্তী (মন ছোঁয়া গল্প 'শ্রীচরণেষু'), তাপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা দাস (অনবদ্য নজরুল কবিতার আবৃত্তি), মৃত্তিকা চট্টোপাধ্যায়, চিকিৎসক সোনালি বি. মুখার্জী। রেডিও জকি মিলি ঘোষ প্রমুখ। কল্পনা বিশ্বাস কুন্ডুর একটি ইংরাজি বইয়ের এদিন আসরে আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কবি রত্নেশ্বর হাজরা। লেখিকা অবশ্য ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন বইটিতে— 'অনিন্দিতা' ('গোপন নামটি রইল না গোপনে'!); এক ভয়াবহ প্রতারণার কাহিনী এটি; সকলেরই এই বইটি পড়া উচিত।

আরও : মূল অনুষ্ঠানের আগে এদিন সবাই এক ব্যক্তির জন্মদিন পালন করেন— তিনি হলেন সকলের প্রিয় মানুষ, 'সেতু'–র কর্ণধার উদয় চক্রবর্তী! ('হে নতুন দেখা দিক আরবার'!)...

ক্র্যাকার পত্রিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুভ মহালয়া উপলক্ষ্যে গত ৩০ সেপ্টেম্বর বাণীপুর 'ক্র্যাকার' পত্রিকার সম্পাদক গৌরাঙ্গ দাসের বাসভবনে 'ক্র্যাকার' শারদীয়া সংখ্যার উন্মোচন করেন সাহিত্যিক সুরঞ্জন প্রামানিক। সহযোগিতায় ছিলেন সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, শুভাশিস চক্রবর্তী, কবি বিপ্লব চন্দ, মন্টু দেবনাথ প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে গৌরাঙ্গবাবু বলেন, ঝকঝকে ছাপা অক্ষর ও উন্নতমানের কাগজের জন্য অহর্নিশ পত্রিকার সম্পাদক শুভাশিস চক্রবর্তীর প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে উক্ত অতিথিবৃন্দ ছাড়াও বক্তব্য এবং কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ রায় চৌধুরী, অরিন্দম দাস, সায়ন্তন মুখার্জী, বিপ্লব চক্রবর্তী, সঞ্জয় ঋষি, ঋপণ আর্য, অরুণ কুমার দত্ত, বিপ্লব বড়াল, শম্পা সাহা, শিল্পী দেবনাথ, অর্চনা দে বিশ্বাস প্রমুখ। সঞ্চালনায় অমিতাভ দাস বিশেষ প্রশংসনীয়।

কয়াডাঙা উৎসবে মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কল্যাণগড় কয়াডাঙা উৎসব ২০১৬ অনুষ্ঠিত হল কল্যাণগড় বাজারে। ২৫ সেপ্টেম্বর প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করেন একই সঙ্গে অশোকনগরের বিধায়ক ধীমান রায়, অশোকনগর পুরসভার পুরপ্রধান সুবোধ সরকার এবং বনগাঁ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সঞ্জয় চক্রবর্তী।

পঙ্কজ নট্টের সভাপতিত্বে ও সজল নন্দীর ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন শ্রেয়সী রায় ও অঞ্জনা নন্দী। সানাইয়ের সুর অনুষ্ঠানে বাড়তি মাত্রা দেয়। সানাই পরিবেশন করেন শ্যামল নন্দী ও অঞ্জনা নন্দী। সঙ্গতে ছিলেন সমীর নট্ট, রতন নন্দী প্রমুখ। রিদিম ফিউশনে ছিল বাংলার ঢাক, ঢোল, বাঁশীর এক অদ্ভুত মেলবন্ধন। বাউল পরিবেশন করেন সুব্রত নট্ট ও বিমল বর্মন। কল্যাণগড় কয়াডাঙা উৎসবে সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, বংশীবাদক রাধেশ্যাম নন্দী, সানাই শিল্পী ফকির আহমেদ, ঢাকে পরিমল নন্দী সহ মোট ১৩ জন বিশিষ্ঠ ব্যক্তিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। শ্রোতাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পুর প্রধান প্রবোধ সরকার তাঁর বক্তব্যে লোকশিল্পীদের এই ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা। উপ–পুরপ্রধান সমীর দত্ত, কাউন্সিলর চিরঞ্জীব সরকার, অপরাহ্ন–এর সভাপতি হিমাংশু দাস সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও শিশু মন্দির

অরিন্দম রায়চৌধুরী : ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৭৫ বছর এবং মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মবলিদানের ৭৫ বছরকে সামনে রেখে কল্যাণগড় সরস্বতী শিশু মন্দির পালন করল তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান। শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন সভাপতি পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী। দেবী সরস্বতীর প্রাতকৃতিতে মাল্যদান করেন বিদ্যালয়ের সহ–সভাপতি পাঁচুগোপাল হাজরা।

২৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে মঞ্চস্থ হয় বাসুদেব চন্দ রচিত নাটক 'ভারত ছাড়ো'। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিনিত এই নাটক বেশ আকর্ষণীয় হয়। নাচ, গান ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ।প্রধান অতিথি প্রধান শিক্ষক মনোজ ঘোষ, সমাজসেবি হিমাংশু দাস, শিক্ষক গৌতম দে বক্তব্যে ২৯ সেপ্টেম্বর দিনটির গুরুত্ব কাম্য করেন। বিদ্যালয়ের পক্ষে সহ সভাপতি পাঁচুগোপাল হাজরা ও প্রধান শিক্ষিকা সুমনা দাস অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

ইন্ডিয়ান ক্যানভাসের চিত্রপ্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি আকাদেমি অব ফাইন আর্টসের সেন্ট্রাল গ্যালারিতে ইন্ডিয়ান ক্যানভাসের উদ্যোগে এক সম্মেলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীতে তেরোজন চিত্রী ও একজন ভাস্করের কাজ দেখা গেল। চিত্রী অমিতাভ সেন ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষালাভ করেছেন। তিনি একটি প্যাঁচার ছবি এঁকেছেন। যেখানে দক্ষতার অভাব যথেষ্ট দেখা যাচ্ছে। রীণা জৈন স্ব–শিক্ষিত শিল্পী। তিনি লাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় মুখাবয়ব রচনা করেছেন। অনুরাধা গায়েনও স্বশিক্ষিত শিল্পী। তার কয়েকটি বাস্তবধর্মী ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। তপন কর সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক। তার কাজ সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক। তিনি ফিগারেটিভ ছবি করেছেন। তবে তাকে ড্রইং–এ আরও উন্নতি করতে হবে। সুব্রত দেবনাথ ও সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক। তার কাজ দর্শককে উৎসাহিত করা। সোমনাথ ভট্টাচার্য স্বশিক্ষিত শিল্পী। তাকে ছবি নিয়ে আরও চিন্তাভাবনা করতে হবে। প্রণব রায় চৌধুরী স্ব–শিক্ষিত চিত্রী। তার ছবি দর্শককে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। শুভাশিস সেন–এর ছবিতে ফটোগ্রাফির প্রতিফলন দেখা গেল। কাঞ্চন মিস্ত্রী ল্যান্ডস্কেপ করেছেন। সুস্মিতা রক্ষিত রবীন্দ্রভারতী থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন। তবে তার কাজে খুব একটা দক্ষতার পরিচয় দেখা গেল না। মৌমিতা ঘোষ ছবিতে ফিগার নিয়ে কাজ করলেও তাকে ড্রইং নিয়ে অনেক চর্চা করতে হবে। মিনু দে সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক। তার ছবিতে ডিজাইনের প্রভাব যথেষ্ট দেখা গেল। শঙ্কর দাশগুপ্ত পেশায় ডাক্তার হলেও ছবি আঁকাটা তার নেশা। সত্তর দশকের প্রারম্ভে আকাদেমির স্কেচ ক্লাবে থাকাকালীন তিনি ভাল পোর্ট্রেট করতেন। তিনি শিল্পী রথীন মিত্র ও কার্তিক পাইনের

সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তিনি জলরঙে মুখাবয়ব নিয়ে বেশ কয়েকটি সুন্দর ছবি করেছেন। একমাত্র ভাস্কর সুব্রত বসু। যদিও তিনি স্ব–শিক্ষিত ভাস্কর তবে তিনি শিল্পী সীতেশ রায় ও রণেন আয়ন দত্তের সান্নিধ্যে ছিলেন। তিনি সাহেব ডালপালার স্বাভাবিক ছন্দকে কাজে লাগিয়ে ভাস্কর্য করেন। বর্তমানে সেগুলিকে তিনি ব্রোঞ্জে রূপ দিয়েছেন। তার প্রতিটি ভাস্কর্যের মধ্যে বেশ দৃষ্টি নন্দন কাজের পরিচয় পাওয়া গেল।

প্রকাশিত হল শারদীয়া উষসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ সেপ্টেম্বর শুভ মহালয়ার পুণ্যলগ্নে গাইঘাটা কেন্দ্রের ঘোঁজা ছাত্রমহল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মুখপত্র শারদীয়া 'উষসী' সাহিত্য পত্রিকার আত্মপ্রকাশ হল। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। ছাত্রমহল প্রাঙ্গনে উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা জয়দেব সরকার। সভাপতি সেন্টুরঞ্জন দাস, সাধারণ সম্পাদক ললিতমোহন সরকার, পত্রিকা সম্পাদক ভাস্কর মন্ডল সহ সম্পাদক অনিল দেবনাথ, পম নিয়োগী শর্মা প্রমুখ। উল্লেখ্য, এ বছর 'উষসী' পত্রিকা ২৫ বছরে পদার্পণ করল। লেখক তালিকায় আছেন সাহিত্যিক সুশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, দীপককুমার দাঁ, বিপ্লব চন্দ, রামমোহন দত্ত, তারাশংকর আচার্য্য, সুশান্ত নাগ, শম্পা সাহা, রিনা গিরি, শিল্পী দেবনাথ, অর্চনা দে বিশ্বাস, সর্বানী বেগম প্রমুখ।

সাত জাদুকরের আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি বড়িশা জাদু আড্ডায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর গুহ ঠাকুরতা সহ ৭ জন জাদুকর জাদু আড্ডা জমিয়ে তোলেন জাদু নিয়ে আলোচনা। প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ইদানীংকালে দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তরুণ জাদুকরদের জাদু প্রদর্শনী থাকছে। সেটা নিয়েই আলোচনা। এর থেকে বোঝা যায়, প্রযোজকদের কাছে নাচ গানের সাথে জাদু কলাও যথাযথ সম্মান পাচ্ছে, এদিন আলোচনায় এটাই ছিল সকলের অভিমত। এই সব জাদু প্রদর্শনী দেবার সুযোগ পাওয়ার ফলে সুনিশ্চিতভাবে তরুণ জাদুকরেরা তাঁদের প্রদর্শনী আরও উন্নত করার উৎসাহ পাচ্ছেন। তবে দূরদর্শনে যাঁরা জাদু প্রদর্শনী দিচ্ছেন, তাঁদের অধিকাংশজনই বাজনার সাথে 'সাইলেন্স ম্যাজিক' দেখাচ্ছেন, একথা উল্লেখ করে মানস সিনহা বললেন, জাদু প্রদর্শনীর সাথে সাযুজ্য রেখে কিছু কথা থাকাও প্রয়োজন, যা মঞ্চে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে অপরিহার্য— শ্রী সিনহার বিশ্লেষণ একেবারে ঠিক। এরপর যথারীতি বিবিধ স্ট্যান্ড আপ ও বৈঠকি জাদু প্রদর্শনী আসরকে আরও জমিয়ে তুলল; জাদু প্রদর্শনী দিলেন সুরজিত, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, মানস সিনহা, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। জাদু সম্রাট পি সি সরকার (সিনিয়র)কে নিয়ে সতিপ্রসাদ সরকারের স্মৃতি চর্চাও মনোগ্রাহী ছিল।

পুজোর গান কি শুধু স্মৃতি

সব্যসাচী সান্যাল : পুজোতে প্রায় প্রতিবছর নতুন গানের সি ডি প্রকাশ করি। চেনা অচেনা গানের ডালি নিয়ে এ বছর পুজোয় আমার গাওয়া নজরুলগীতির সি ডি প্রকাশ পেয়েছে। নজরুলগীতির শিল্পী হিসাবে আমি আপনাদের কাছে পরিচিত। এবার কিছুটা আধুনিকতার বৈচিত্র এনে আপনাদের কাছে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। বর্তমান সময়ে সি ডি কিনে শ্রোতারা কেউ শোনেনা। নেটের সৌজন্যে ডাউনলোড করে গান শোনা হয়ে যায়। আধুনিক গান থেকে শুরু করে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য গানের সি ডি কিনে গান শোনার সেরকম চল এখন আর নেই।

নতুন গান সৃষ্টি না হলে লোকে শুধুই পুরনো গান শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ও নতুন প্রতিভার সৃষ্টি হবে না। নজরুল গীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীতের তুলনায় কম। শ্রোতার দরবারে নজরুলগীতি পৌঁছে দেবার জন্য প্রতি বছর ভিন্ন স্বাদের নজরুলগীতির অ্যালবাম তৈরি করি যাতে এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের মধ্যে নজরুলগীতি শোনার আগ্রহ বাড়ে।

গানের অর্ঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদীয়ার ক্যাসেট এবং সিডি প্রকাশ ও বাঙালির এক পার্বন। এবারেও ক্যাসেট কোম্পানিগুলি তাদের সম্ভার সাজিয়ে ফেলেছে। সকলেই এত ভাল গেয়েছেন যে কোনওটির কথাই আলাদা করে বলা যায় না। প্রত্যেকেই নিজস্ব গায়কীভঙ্গিকে বজায় রেখে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছেন। কলকাতা প্রেস ক্লাবে গত ২৮ সেপ্টেম্বর (বুধবার) সিডির আবরণ উন্মোচনের দিন উপস্থিত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন নামিদামি ব্যক্তিত্ব। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জোজো, পন্ডিত অলোক লাহিড়ী, পন্ডিত সুজিত সাহা, কলকাতা কর্পোরেশনের এমআইসি দেবাশিস কুমার, পন্ডিত সম্রাট দাশগুপ্ত প্রমুখ। এদিন মোট ২৪টি সিডির অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। যা এখনও পর্যন্ত রেকর্ড। এদিন বিহান মিউজিক প্রকাশ করেছে বিভিন্ন সংগীত শিল্পীর একগুচ্ছ আধুনিক, নজরুল, রাগপ্রধান, আবৃত্তি প্রভৃতি গানের সিডি। যাতে চিরকালীন বাংলা গানের ধারা আজও খুঁজে পাওয়া যায়। এদিন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রেশমী চট্টোপাধ্যায়। যোগ্য গায়ক–গায়িকার অভাব কিন্তু নেই। অবশ্য এটা মানতেই হবে শিল্পীদের আন্তরিকতায় ঘাটতি নেই। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব ক্ষমতাকে গানের কথা ও সুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করায় ত্রুটি রাখেন নি।

সত্তর আশির দশকে পুজোর গান ছিল শারদীয়া উৎসবের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তখন লং প্লেয়িং রেকর্ডে প্রকাশিত হত প্রখ্যাত শিল্পীদের পুজোর গান। সেই সুবর্ণ যুগ আর নেই। বেশ কিছুদিন পরে ফের পুজোর গানের ডালি সাজিয়ে সিডি বা ক্যাসেট প্রকাশ করার চল শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে উঠে আসছেন নতুন নতুন শিল্পীরা। স্মৃতি ফিরে আসছে পুজোর গানের।

সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ সেপ্টেম্বর খাটুরা শিল্পাঞ্জলি ডেওপুল অধর মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠান করে। ত্রিশ বছর ধরে দূরবর্তী গ্রামীণ বিদ্যালয় ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত করে চলেছে এই সংস্থা। এ বছর উক্ত বিদ্যালয় থেকে নির্বাচিত ৪০ জন ছাত্রছাত্রী শিবিরে অংশ নেয়। উদ্বোধন করেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপ দেবনাথ। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শিক্ষক নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিতা ঘোষ, অশোকতরু বিশ্বাস, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, রামমোহন

দত্ত, বিজয় সরকার, গোপাল সাহা, শ্যামল বিশ্বাস, মন্টু সাহা, নীরেশ ভৌমিক প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে 'চেতনা সংগঠনের সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব' বিষয়ে অতিথিরা বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণে সংস্থার সম্পাদক মলয় বিশ্বাস বলেন যে, ২ মাস ধরে এই প্রশিক্ষণ শিবির চলবে। বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন শেষে প্রতি সপ্তাহে ২ দিন ১ ঘন্টা করে। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। নৃত্যনাট্য 'জন্মদিন' পরিবেশন করেন খড়ুয়া রাজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বৃন্দ (২০১৫ সালে ওই স্কুলের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ) এবারের প্রশিক্ষণের বিষয় নৃত্যনাট্য 'সার্থক জনম আমার'। প্রশিক্ষকবৃন্দ সংগীতগুরু দীপালি বিশ্বাস, নৃত্যগুরু শুক্লা মজুমদার, সংঘমিত্রা চক্রবর্তী ও যন্ত্রসংগীত প্রশিক্ষক মুকুল দাস। প্রায় এক হাজার ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে উক্ত অনুষ্ঠান ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়।

পত্রিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ অক্টোবর ঠাকুরনগর কবি বিনয় মজুমদার স্মৃতি পাঠাগারে ৩৪তম সাহিত্যের আড্ডায় বাংলাদেশের প্রয়াত কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হকের স্মরণ অনুষ্ঠান ও 'শিল্প ও সংস্কৃতি' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ হল। 'বিনয় মজুমদার স্মরণ সংখ্যা' ও 'উৎসব সংখ্যা' নামে উক্ত পত্রিকাটি প্রকাশ করেন বিনয় স্মৃতি কমিটির সম্পাদক দীপক মিত্র, কবি তীর্থঙ্কর মৈত্র, সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, কবি শিবেন মজুমদার, নির্মল কুমার মন্ডল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় প্রয়াত লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। এ বিষয়ে বক্তব্য ও কবিতা পাঠে উক্ত অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অংশ নেন কবি দীপক বালা, বিপ্লব ঠাকুর, অঞ্জনা হালদার, মানবরঞ্জন বিশ্বাস, শুভঙ্কর হিতার্থী, কালিপদ সরকার প্রমুখ। ভাল লাগে পাঠাগার সম্পাদক অমলকৃষ্ণ রায়ের কবি অনুপম দে–র উপস্থিতি এবং দুলাল পাত্রের সঙ্গীত সঞ্চালনায় শিবেন মজুমদার প্রশংসনীয়।

ইনফর্মেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং–এর ব্যবস্থাপনায় জাদু প্রদর্শনী

কেন্দ্রীয় সরকারের উপরোক্ত সংস্থানের তরফে ১৮ই অক্টোবর থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ কলকাতার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে জাদু প্রদর্শনী দেবেন জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ। জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামনে জাদুকর বিশ্বাস তুলে ধরবেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক পরিকল্পনার কথা। 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার', 'ইকুয়াল রাইট টু এডুকেশন', 'এজ অব ম্যারেজ', 'অ্যান্টি ডাওয়ারি', 'বিবিবিপি' ও 'হেল্থ অ্যান্ড ফ্যামিলি'।

এই জাদু প্রদর্শনী চলবে ২৭ অক্টোবর অবধি।

এর আগে সিকিমে তাঁর জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক পরিকল্পনার কথা অত্যন্ত সফলভাবে তুলে ধরেন স্থানীয় জনজাতিদের সামনে। এই কারণেই জাদুকর বিশ্বাস আবারও জাদু প্রদর্শনীর সরকারি আমন্ত্রণ পেলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারে 'চাইল্ড ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট'–এর অন্তর্ভুক্ত হল এই জাদু অনুষ্ঠানসূচি।

কোহলিয়ানা জাঁকিয়ে বসছে বিশ্ব ক্রিকেটে

অরিঞ্জয় মিত্র

বহুদিন পর আবারও ভারতীয় ক্রিকেট দল নিজেদের মেলে ধরেছে একেবারে স্বমহিমায়। সৌজন্যে বিরাট কোহলি এবং তার দলবল। সত্যি একজন ক্যাপ্টেন ব্যক্তিগত

ক্যারিশ্মায় কিভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেন এবং তা গোটা দলের মধ্যে সঞ্চারিত হয় সেই শক্তি তা এখনকার টিম ইন্ডিয়াকে দেখলে বেশ মালুম পড়ছে। 'বিরাট' এক জাদুকরের হ্যামলিনওয়ালা বাঁশিতে মজে এই উজ্জীবিত দলটি। তাই সব বিভাগেই ভারত এখন টেক্কা দিচ্ছে বিশ্বের যে কোনও দলকে। ক্যারিবিয়ান সফরের সাফল্য দিয়ে যার বোধন হয়েছে তার সপ্তমী পর্বটা বোধহয় আমরা প্রত্যক্ষ করলাম দেশের মাটিতে ভারত যেভাবে নিউজিল্যান্ড টিমকে দুরমুশ করল তা দেখে। তাও আবার টেস্ট সিরিজে কিউয়িদের একেবারে হোয়াইট ওয়াশ মানে ৩–০ ফলাফলে হারিয়ে। যে ঔদ্ধত্য এবং দক্ষতার মেলবন্ধন ভারতীয় দল আয়ত্ত করেছে তা বলাবাহুল্য অধিনায়কের নিজস্ব অবয়ব বটে। বস্তুত কোহলিয়ানায় এখন ছেয়ে অজিঙ্কে থেকে ঋদ্ধিমান প্রত্যেকেই।

নিজে প্রথম দিকে রান পাচ্ছিলেন না। তিনি যে মাপের প্লেয়ার তাতে এক ইনিংসে রান না পেলেই কেমন যেন পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। বিশেষ করে ক্যারিবিয়ান সফরে একের পর এক বড় ইনিংস গড়ে তোলার পর কেমন যেমন ম্রিয়মান ছিলেন বিরাট। সেই তিনিই ফর্মে ফিরলেন একেবারে ডবল সেঞ্চুরির হাত ঘরে। প্রমাণ করে দিলেন কেন এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান তিনি। ভারত বরাবর বড় ব্যাটসম্যানদের আঁতুরঘর এটা চিরতরে সত্যি। বিশেষ করে সুনীল গাভাসকারের দশ হাজার রানের রেকর্ড দেখে মনে হয়েছিল কেউ তা ভাঙতে পারবে না। অথচ শচীন তেন্ডুলকর নামক 'মাস্টার ব্লাস্টার' এসে সেই রেকর্ড তো বটেই দুনিয়ার তাবড় সব কীর্তিকে রীতিমতো পিছনে ফেলে দিলেন অবলীলাক্রমে। আর কাকতালীয়ভাবে সেই সানির দেশ মায় শহরের ছেলে হলেন বিশ্ব ক্রিকেটের নয়া লিটল মাস্টার। ক্রিকেট দুনিয়ায় ভারতের ঝান্ডা উঁচু করেছেন ফের একবার বর্তমান অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ব্যাটিংয়ে যে ভারত এখনও বিশ্বের সেরা মুখ তাও যেন স্পষ্ট এই পরের পর তারকা উঠে আসা থেকে। গাভাসকারের রেকর্ড ভাঙা নিয়ে একসময় যেমন অনেকেই ছিলেন সন্দিহান। পরে শচীনের হাতে যাবতীয় রেকর্ড ভাঙার পর তেন্ডুলকরের সৃষ্টি অক্ষয় থাকার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন অনেক ক্রিকেট বোদ্ধা। কিছুদিন কাটতে না কাটতেই দেখা গেল বিরাটাকার কোহলির দাপটে শচীনের রেকর্ডও যেন চ্যালেঞ্জের মুখে। এমনকী ভারত অধিনায়ক যেভাবে খেলতে শুরু করেছেন তাতে অদূর ভবিষ্যতে কোহলির হাতে যাবতীয় রেকর্ড গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না মোটেই। এটাই বোধহয় বিরাটের তীব্রতা। শুধু ভারত নয় সারা ক্রিকেট দুনিয়াতেই এখন শুরু হয়েছে এই বিরাট রাজ।

এবার ভারতের সাম্প্রতিক ক্রিকেটের কথায় আসি। যেভাবে পরিস্থিতি এগোচ্ছে তাতে ক্যারিবিয়ান–কিউয়ি বধে যে এই দল আদৌ সন্তুষ্ট থাকবে তা নয়। বরং বিরাটের মতো বড় মাপের সেনাপতি চাইবেন অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে। সূচি অনুযায়ী এখন ভারতীয় দলকে বেশিরভাগ ম্যাচ খেলতে হবে দেশের মাটিতে। আর সেই লড়াইতে এগিয়ে থাকতে হাতের সামনে যে অস্ত্র পাচ্ছেন কোহলি তা যে কোনও সমরকক্ষ সাজানোর পক্ষে একেবারে আদর্শ বলেই পরিগণিত হয়। বিশেষ করে নিজের ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি অজিঙ্কে রাহানে, চেতেশ্বর পূজারা, রোহিত শর্মাদের পাশে পাওয়া তো বিশাল ব্যাপার। এর ওপরে আবার বোনাস হিসেবে পাওয়া অশ্বিন–জাদেজাদের ব্যাটিং দক্ষতা। ঋদ্ধিমান সাহার মতো বিশ্বমানের কিপার যখন ব্যাটিংয়েও স্তম্ভ হয়ে ওঠেন তখন সেই টিম কী আর থেমে থাকতে পারে? বোলিংয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বিন যেমন এখন হয়ে উঠেছেন শুধু দেশের নয়, বিশ্বের অন্যতম সেরা। তার সঙ্গে ভুবির সুইং, সামির লাইন লেন্থ, ইশান্তের গতি, উমেশ যাদব বা বরুনরা যোগ হয়ে ফুলে–ফেঁপে উঠেছে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং লাইন–আপ। এদের সঙ্গে নিজের অফ স্পিনের যোগ্য সঙ্গত করছেন জাদেজাও। সব মিলিয়ে একেবারে সুখের সংসারে প্রবাহিত হচ্ছে টিম কোহলি। অবশ্য এই জায়গা থেকে সতর্কতাও বিশেষ প্রয়োজন। যেন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সুখের বাসরঘরে ছিদ্র খুঁজে পায়।

সুনীলের কৃতিত্বে উজ্জ্বল ভারতীয় ফুটবল

যুধিষ্ঠির নস্কর

কলকাতার দুই বড় দলেই তিনি খেলে গিয়েছেন। একেবারে স্বমহিমায় খেলেছেন তা বলা না গেলেও তিলোত্তমাবাসী টের পেয়েছিলেন সুনীল ছেত্রী কত বড় গোলগেটার। সেই সুনীলের নেতৃত্বে আরও একটি শৃঙ্গ জয় করল ভারতীয় ফুটবল। হ্যাঁ, ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসে অবশ্যই দাগ রেখে গেল মাত্র সাড়ে তিন বছরের দল বেঙ্গালুরু এফসি। তাও আবার এশিয়ান ক্লাব দলগুলির মধ্যে সেরা টুর্নামেন্ট হিসেবে চিহ্নিত এফসি কাপের ফাইনালে উঠে সুনীলের নেতৃত্বাধীন বেঙ্গালুরু এফসি গোটা দেশকেই গৌরাবান্বিত করল। মালেশিয়ার দলটির বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে সুনীল পুরো ভারতবাসী তথা এদেশের ফুটবল সমর্থকদের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন বেঙ্গালুরুকে সমর্থন করার জন্য। তাও এই জমানায় বেঙ্গালুরুর সাফল্যে দেশের অন্য ক্লাব কতটা উদ্বুদ্ধ হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। বরং প্রায় শৈশবে বিচরণ করা একটা দল এত বড় কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলায় হয়তো ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠছে অনেক বনেদী ক্লাবের অন্দর মহল। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এমনকী মহমেডান পর্যন্ত তাদের শতাব্দী প্রাচীন ঘরানার কথা খুব জোর দিয়ে বলে থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের কথা বলতে হলে সবার আগে ইস্টবেঙ্গলের নাম উল্লেখ করতে হয়। ইস্টবেঙ্গলের বরাবরের ট্র্যাডিশন বিদেশি দলের বিরুদ্ধে ভালো খেলা। সেই ইরানের ক্লাব হোক আর ইরাকের দল। সুভাষ ভৌমিকের কোচিংয়ে এই ইস্টবেঙ্গলই আশিয়ান কাপের মতো এশিয়া খ্যাত টুর্নামেন্ট জিতে যাকে বলে একেবারে কামাল করে দিয়েছিল। এহেন লাল–হলুদ বাহিনীও কিন্তু কখনও এফসি কাপের সেরা পর্বে যেতে পারে নি।

মোহনবাগান বা অন্য ভারতীয় দলের প্রসঙ্গেও বলার মতো বিশেষ কিছু নেই। বেঙ্গালুরুর কৃতিত্ব এজন্য আরও বেশি যে মাত্র তিন–সাড়ে তিন বছরের মধ্যে একটা দল নিজেদের এতটা উন্নীত করতে পারে তা সত্যি অবিশ্বাস্য। দেশের ফুটবলেও জন্মলগ্ন থেকেই ধারাবাহিকতা দেখিয়ে আসছে কর্পোরেট ছাঁচে গড়ে ওঠা এই ক্লাবটি। দু–দুবার আই লিগ জয় এবং একবার রানার্স, ভাবা যায় কোথায় বিচরণ করছে এদের পারফরমেন্স। একমাত্র মোহনবাগানই মাঝে একবার এদের যাত্রাভঙ্গ করেছিল আই লিগ বাংলায় এনে। তাও বেঙ্গালুরু–মোহনবাগানের নির্ণায়ক ম্যাচটিতে সুনীল নেমেছিলেন একেবারে শেষ পর্যায়ে। সুনীলকে মার্কিং না রাখলে কি ফল হতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পেল মালেশিয়ার দলটি। মোহনবাগানকে জাতীয় লিগ দেওয়া কোচ সঞ্জয় সেন অবশ্য সুনীলকে অনেকসময়ই বোতলবন্দি করে রাখায় সক্ষম হয়েছিলেন। এখন অবশ্য কোনও অস্ত্রেই সুনীলকে আটকানো সম্ভব নয়। কি দেশের হয়ে আর কি ক্লাবের হয়ে সব ক্ষেত্রেই নিজেকে উজার করে দিচ্ছেন ছেত্রী। মালেশিয়ার দারুল তাজিমকে পেড়ে ফেলতেও এদিন জোড়া গোল করেন সুনীল। বস্তুত একদিকে ক্রিকেটে যখন দিল্লির বিরাটের নেতৃত্বে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ভারতীয় দল তখনই আবার অপর দিল্লিবাসী সুনীল মুখোজ্জ্বল করছেন ভারতীয় ফুটবলের।

শহরের শীতকালীন গেমস

পাঁচু দত্ত

শৈত্যকালীন ক্রীড়া বা উইন্টার স্পোর্টস। শীত আসাকে কেন্দ্র করে দেশে–বিদেশ নানা ধরণের খেলার ঝকমারি লক্ষ্য করা যায়। শুধু কি তাই। পুরো শীতকালীন একটা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে। যাকে উইন্টার অলিম্পিক্স বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। যদিও শীতের এই রকমফের আমাদের ভারতে ঠিক একরকম নয়। আবার সাইবেরিয়া বা উত্তর আমেরিকার শীতলশুভ্রস্থানগুলির সঙ্গে এদেশের কাশ্মীর–দার্জিলিং বা সিমলা কিংবা উত্তরাখন্ডের বহু ঠান্ডা জায়গার তুলনা টানা যেতে পারে অক্লেশে। এবার যদি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বা কলকাতার দিকে একটু নজর দেওয়া যায় তাহলে এই কিছুদিন আগেও এখানে শীতকালীন খেলা হিসেবে সর্বাধিক সমাদৃত ছিল ক্রিকেট। এমনকি ইডেনে তখন বেশিরভাগ ক্রিকেট ম্যাচ হত শীতকালীন অবসরে। সেখানে মহিলাদের উল বুনতে বুনতে টেস্ট ক্রিকেট দেখা কার্যত এক প্রতীকি চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন অবশ্য সারা বছর জুড়েই ক্রিকেট চলে। মে–জুনের চাঁদিফাটা গরমেও বিজ্ঞানপনদাতাদের চাহিদা মেটাতে অনুষ্ঠিত হয় ক্রিকেট ম্যাচ। যথারীতি আইডলদের অনুকরণে ব্যস্ত নয়া প্রজন্মও এখন আর শীতের জন্য অপেক্ষা করে না। তাই গরমেও কলকাতা এবং রাজ্যের

নানা স্থানে চলে চুটিয়ে ক্রিকেট খেলা। ভারতের অন্যান্য শহরেও লক্ষ্য করা যায় প্রায় এক ছবি। শীতের উপস্থিতি আরও যে খেলাটিকে এখনও ঝালিয়ে তোলে তা হল ব্যাডমিন্টন। বিকেলের আলো মিটে যাওয়ার সঙ্গেই ছোট–বড় নানা মাঠে জ্বলে ওঠে আলো। তাতে জমিয়ে চলে ব্যাডমিন্টন। এতে মাততে দেখা যায় আট থেকে আশির নানা প্রজন্মকে। শীতের ছোঁয়া লাগলে ভলিবল খেলার কদরও বেশ বাড়ে। এটা শুধু এখানে বলে নয় দেশের নানা প্রান্তেই এই ছবি চিত্রিত হয়।

শীতকালে বেশ কিছু ইন্ডোর গেমসকে ঘিরেও রীতিমতো আলোড়ন পড়ে যায়। তাসের রাজা ব্রিজের বড় কম্পিটিশন অনেক ক্লাব এই শীতের সময়ই করে থাকে। এছাড়াও ক্যারম, টেবল টেনিস সহ আরও অনেক ধরণের ইন্ডোর গেমসের আসরও বসে শীতের এই জমজমাট লগ্নে।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর **৯০৬২২০১৯০৬**

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

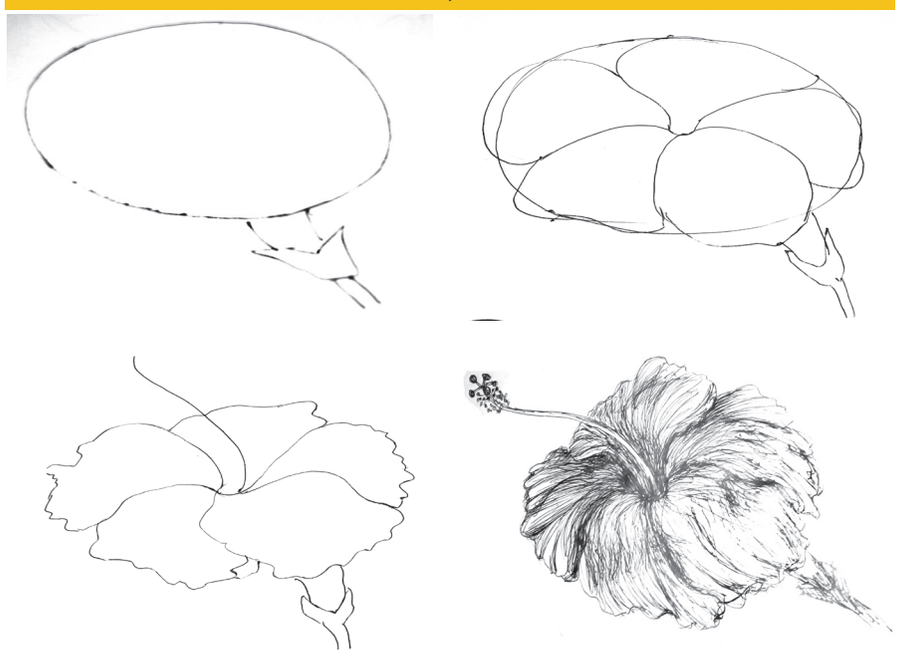

শিশুশিক্ষা

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

বিছানা তুলতে গিয়ে বালিশের নিচে রাখা একটা কাগজ মায়ের চোখে পড়ল। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা– মা, তোমরা কাল অমন ঝগড়া করছিলে কেন? মন খারাপ হওয়াতে আমি পড়াশুনো করতে পারি নি – টুকটুকি।

শাশ্বতীর চোখে জল এসে গেল। চায়ের টেবিলে টুকটুকির বাবাকে কাগজটা দেখাল। অভিজিতেরও মনে হল, ছিঃ ছিঃ কি সামান্য কারণেই না ওরা ঝগড়া করছিল! সেই থেকে মেয়ের সামনে কখনো ওরা আর ঝগড়া করে নি।

মজার দোলনা

রামতনু মন্ডল

মামা মামী দোলে
ভাগনা বসে কোলে।
দোলনা গেল ছিঁড়ে
পড়শীরা আসে তেড়ে।
দৌড় দেয় মামা
পিছে ছোটে ভাগনা
মামী থাকে একলা।
এইতো মজার দোলনা।

সৃজন দেবনাথ, দ্বিতীয় শ্রেণি, ক্যালকাটা এয়ারপোর্ট ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুল

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com